Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 22, Issue: 86 | submission: 2026-04-18
April-June, 2026 | Published : 2026-07-25
DOI: 10.58666/iab.v22i86.356

Recovery of Misappropriated Funds and Assets : An Analysis in the Light of Conventional and Islamic Laws

Md. Siddikullah*
Amir Hossan**

Abstract

The financial institutions of Bangladesh, such as state-owned banks, private banks, non-bank financial institutions, and the capital market, have fallen into severe liquidity crises, loss of public trust, and existential crises due to corruption, loan defaults, rampant misappropriation, and money laundering. The effectiveness of conventional laws and government measures to recover these funds is not clearly evident. In this context, it is necessary to comparatively analyze conventional law in light of Islamic law and principles to identify its limitations, re-evaluate the steps taken, and formulate effective policies. Employing descriptive and analytical research methodologies, this research paper analyzes the weaknesses of conventional laws in preventing financial corruption and financial crimes, as well as government policies and steps taken in relation to major financial scandals occurring in recent decades. Concurrently, the fundamental principles introduced by Islamic Sharia for the recovery of misappropriated funds and assets are discussed. The findings of the study reveal that conventional laws and the measures taken primarily revolve around punishing the offender, such as through imprisonment or fines, whereas the effective recovery of the misappropriated money or assets is not prioritized. Conversely, Islamic Sharia prioritizes recovering the misappropriated assets and returning them to the rightful owner, which plays a crucial role in ensuring financial security and preserving the rights of the victims.

Keywords: Financial Assets, Misappropriation, Asset Recovery, Islamic Law, Conventional Law

* Md. Siddikullah is an MA Student, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Dhaka-1000, Email: mdsiddik4173@gmail.com

** Dr. Amir Hossan is an Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Dhaka-1000, Email: amir.1982@du.ac.bd

আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ পুনরুদ্ধার : প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার দুর্নীতি, ঋণ খেলাপি, সীমাহীন আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের কারণে তীব্র তারল্য সংকট, মানুষের আস্থাহীনতা ও অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয়েছে। এ অর্থ-উদ্ধারে প্রচলিত আইন ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা স্পষ্টত দৃশ্যমান নয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা নিরূপণ, গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পুনঃমূল্যায়ন ও কার্যকর নীতিপ্রণয়নের লক্ষ্যে ইসলামী আইন ও নীতিমালার আলোকে প্রচলিত আইনকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে বর্ণনামূলক (descriptive) ও বিশ্লেষণধর্মী (analytical) গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অর্থ-সম্পদভিত্তিক দুর্নীতি ও আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে প্রচলিত আইন এবং সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য আর্থিক কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারিনীতি ও পদক্ষেপসমূহের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে ইসলামী শরীআহর প্রবর্তিত মৌলিক নীতিমালাও আলোচিত হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলত অপরাধীর শাস্তি কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড প্রদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত; অথচ আত্মসাৎকৃত অর্থ বা সম্পদের কার্যকর উদ্ধারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামী শরীআয় আত্মসাৎকৃত সম্পদ উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের নিকট তা ফিরিয়ে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভুক্তভোগীর অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূল শব্দ: অর্থ-সম্পদ, আত্মসাৎ, সম্পদ উদ্ধার, ইসলামী আইন, প্রচলিত আইন

ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হিসেবে অর্থসম্পদকে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নানাবিধ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমসাময়িক বাস্তবতায় দেখা যায়, বাংলাদেশের আর্থিক খাতসমূহ নানাবিধ আর্থিক অপরাধের ধ্বংসাত্মক ছোবলে আক্রান্ত। ঋণ জালিয়াতি, অর্থপাচার ও দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকার আমানত অপরাধীর হাতে অবৈধভাবে কুক্ষিগত হয়ে আছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, বিশেষত অপরাধ সংশ্লিষ্ট তথ্যগত দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও স্বার্থ

সংঘাত, দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার অভাব, আইন প্রয়োগের দীর্ঘসূত্রতা ও জটিল বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আইনের দুর্বলতা ও অস্পষ্টতার কারণে অপরাধী ব্যক্তি, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রভাবশালী অভিযুক্ত বিভিন্ন গ্রুপ থেকে লুট বা আত্মসাৎ হয়ে যাওয়া অর্থ উদ্ধারে সরকারের সফলতা দৃশ্যমান নয়। অন্যদিকে অর্থ সম্পদ নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের শাশ্বত বিধান খুবই স্পষ্ট ও কার্যকর। ইসলামে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে কুক্ষিগত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগতকারী থেকে সমপরিমাণ সম্পদ ভুক্তভোগীর নিকট হস্তান্তর করা ইসলামের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের প্রধানতম নীতি। অপরাধীর অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার সামর্থ্য না থাকলে ঐ ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয় করে করে তা দিয়ে উক্ত সম্পদের দায় পরিশোধ হবে। তাও বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে, তার (অভিযুক্ত) উত্তরাধিকারীদের থেকে দায় পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ যারা উক্ত ব্যক্তির থেকে সুবিধা লাভ করেছে তাদের থেকে আত্মসাৎকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কল্পনাতীত অর্থ-কেলেঙ্কারির ফলে জনগণ চাহিদা মাফিক অর্থ ফেরত পেতে ব্যর্থ হচ্ছে; যার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ও ভরসা উঠে যাচ্ছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও বর্ণনামূলক (descriptive) গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রয়োগে প্রাথমিক উৎস (primary source) হিসেবে অর্থ-সম্পদভিত্তিক অপরাধ, বিশেষত চুরি, আত্মসাৎ বা কেলেঙ্কারি প্রতিরোধে আল-কুরআন, হাদিস ও ইসলামী আইনজ্ঞদের মতামত এবং বাংলাদেশে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনসমূহের স্বরূপ, সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য আর্থিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেস-স্টাডি (Case Study) নির্বাচন করা হয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে সহায়ক উৎস (secondary source) যেমন, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল বই-পুস্তক এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

আলোচ্য প্রবন্ধটি তিনটি গবেষণা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে:

- গত দশকগুলোতে বাংলাদেশের আর্থিক খাতসমূহ থেকে চুরি, লুট, অপহৃত বা আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে প্রচলিত আইনের সফলতা ও ব্যর্থতাগুলো কী কী?
- আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধার কৌশল ও সম্পদের প্রকৃত মালিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষায় ইসলামের শাশ্বতনীতি ও বিধানাবলি কী?
- প্রচলিত আইনে আর্থিক অপরাধের শাস্তি যেমন, কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের কার্যকারিতা বনাম ইসলামী আইনের কার্যকারিতার পার্থক্য কী?

সাহিত্য পর্যালোচনা

মোঃ আতিকুর রহমানের “Asset Recovery under the United Nations Convention against Corruption: A Bangladeshi Perspective” শীর্ষক প্রবন্ধে আত্মসাৎ বা পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) বিভিন্ন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা প্রস্তাব করে, যার মধ্যে রয়েছে–ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, দণ্ডাদেশ ছাড়াই সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, এবং বিদেশে পাচারকৃত বা স্থানান্তরিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের। গবেষণাটিতে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) অনুসারে সম্পদ উদ্ধারের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা ও প্রক্রিয়াসমূহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা হয়েছে। লেখক যুক্তি প্রদান করেন যে, আত্মসাৎকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও এর কার্যকর বাস্তবায়ন অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তঃদলীয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের উচ্চপর্যায়ের ইতিবাচক মনোভাব ও সক্রিয় উদ্যোগ সম্পদ উদ্ধারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফয়সাল আজিল আল-মুনাওয়ার "Criminal Sanctions for Corruption in Islamic and Positive Legal Systems: A Comparative Study of Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt" শিরোনামের রচিত প্রবন্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধে মিশর, সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়াকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে ইসলামী ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। গবেষণাটিতে দৃশ্যমান হয়েছে যে দুর্নীতি রোধে ইসলামী আইনটি সাধারণ তা'যীরী বিধান অর্থাৎ বিজ্ঞ বিচারকের রায়ের বিবেচনাধীন; অপরাধীর অপরাধের তারতম্য বিবেচনায় ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারক অপরাধীকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষেত্রে প্রধান শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড স্বীকৃত এবং এর পাশাপাশি অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং কতিপয় নাগরিক অধিকারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার বিধান করা হয়েছে। সৌদি আরব এক্ষেত্রে ইসলামী ও আধুনিক বিধি ও নীতিমালার সমন্বয়ে দুর্নীতিরোধে ও মানুষের আস্থা বজায় রাখার জন্য বিধি প্রয়োগ করে। Penal Code বা দণ্ডবিধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ আইনের সমন্বয় গঠিত নাগরিক আইনের মাধ্যমে মিশর দুর্নীতি প্রতিরোধ করে থাকে। গবেষণাটিতে দৃশ্যমান হয়েছে যে, ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার গঠনগত বিন্যাস ভিন্ন হলেও মানুষের অধিকার রক্ষা, সামাজিক অসংগতি দূরীকরণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত আইনসমূহের উদ্দেশ্য একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছে।

মোঃ ছিদ্দিকুল্লাহ (২০২৫) 'Existing Regulations and Principles of Shariah in Preventing Financial Corruption in the Banking sector of Bangladesh: A Comparative Review' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি আলোচনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে সামনে এনেছেন। আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবন্ধটি দেখিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নৈতিক দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। আধুনিক আইনে যেখানে শাস্তি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর হয়, ইসলামী নীতিতে অন্তর্গত নৈতিক বাধ্যবাধকতা আইনকে শক্তিশালী করে। গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও শরঈ নীতির মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই; বরং শরয়ি নীতির নৈতিক কাঠামো যোগ হলে আইন অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মাসনুন কবির (২০২৪) 'A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। গবেষক গুণাত্মক ও বর্ণনা মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাংক খাতে অর্থ আত্মসাৎ এর প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি প্রধান সমস্যা যা আর্থিক অপরাধকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিনিয়ত বড়বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিস্তৃত ও কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অসহিষ্ণু নীতিই হতে পারে উক্ত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান।

হাবিব জাফরুল্লাহ ও হালিমা হক (২০২৩) 'Policies, instrumentalities, compliance and control: combatting money laundering in Bangladesh' শীর্ষক প্রবন্ধে গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্থপাচার তথা মানিলন্ডারিং এর প্রভাব, বিস্তার, ধরন এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা বা কার্যক্ষমতা অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশও বৈশ্বিকভাবে অর্থপাচার প্রতিরোধের মানদণ্ডে উন্নীত হতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, উচ্চমাত্রার দুর্নীতি, অস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক পরিবেশ, অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক কার্যক্রম, বিশৃঙ্খল ব্যাংকিং খাত, স্বার্থের সংঘাত, অপরাধমূলক শোষণ, দুর্বল তদারকি ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং দুর্বল সরকারি কার্যকারিতা–এসব কারণে অর্থপাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়েছে।

আবিদুর রহমান ও অন্যান্য (২০২৫) 'The Political Nexus: How Politics Fuels Public Sector Corruption in Bangladesh' শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাদের প্রবন্ধটি মূলত Secondary Data-এর উপর নির্ভরশীল। প্রবন্ধে চিহ্নিত হয়েছে যে, বাংলাদেশর ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও এর বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক সম্পর্ক

বা হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে যে, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল সাধন, সরকারি সেবা বাধাগ্রস্তকরণ এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরিতে দুর্নীতি সম্মুখ ভূমিকা রাখে। বিভিন্নখাত ভিত্তিক কেস-স্টাডির মাধ্যমে গবেষক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ব্যাংকিং খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ খাতের মত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দুর্নীতিকে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে। গবেষণার ফলাফলে দেখানো হয়েছে তিনটি কারণ রাজনীতিবিদ বা তাদের সহযোগীদেরকে দুর্নীতি চর্চায় প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করতে পারে। তিন কারণ হলোঃ আর্থিক লাভ (Monetary Gain), পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ নেটওয়ার্ক (Patronage Network) গঠন ও ক্ষমতার অনুশীলন (Exercise of power and influence)

এস এম সুলাইমান (২০১৮) তাঁর 'Captured by Evils' - Combatting Black Money, Corruption and Money Laundering in Bangladesh: The Dog Must Bark to Keep Predators Away' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে কালো টাকা বৈধতা প্রদান ও তার ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, অবৈধভাবে অর্জিত টাকা বা কালো টাকার মালিকদেরকে সরকার কর্তৃক ক্ষমাপ্রদর্শন ও তাদের অবৈধ কালো টাকাকে সাদা বা বৈধকরণের সুযোগ দেওয়া দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক নয় বরং বৃহৎ অংশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

সাজ্জাদ হোসাইন (২০২২) 'Political Connection, Corruption and Loan Defaulting Propensity: Experience of Bangladeshi Bank High Officials' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে ৫৫ টি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের থেকে (Focus Group Discussion) মাধ্যমে ব্যাংকের অর্থ-কেলেঙ্কারির মূল কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তিনি ঋণ কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, গ্রাহকের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং দুর্নীতি ও ঋণ খেলাপি বৃদ্ধির পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

উপর্যুক্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ পুনরুদ্ধার: প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের আলোকে বিশ্লেষণ এ ধরনের কোনো গবেষণা করা হয়নি। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ

বাংলাদেশের Penal-Code 1860 এর ধারা ৪০৫ তে আত্মসাৎকে 'অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ' এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধারায় আত্মসাতের স্বরূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে,

কোন ব্যক্তি যদি কোনভাবে কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তি পরিচালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, অসাধুভাবে সে সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে বা বিলি ব্যবস্থা করে অথবা ইচ্ছাপূর্বক অপর কোন ব্যক্তিকে তা করতে দেয়।[১]

American Supreme Court এর মতে, Embezzlement is the fraudulent appropriation of property by a person to whom such property has been entrusted, or into whose hands it has lawfully come. অর্থাৎ আত্মসাৎ হল এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অধিগ্রহণ, যার উপর এই ধরনের সম্পত্তি অর্পণ করা হয়েছে, বা যার হাতে এটি আইনত এসেছে।[২]

'Merriam-Webster Dictionary' এর মতে, Embezzlement is the fraudulent appropriation of property by a person to whom it has been entrusted "আত্মসাৎ হল এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা সম্পত্তির জালিয়াতিমূলক অধিগ্রহণ যার উপর এটি অর্পণ করা হয়েছে" Merriam-Webster Dictionary তে আত্মসাতের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, the embezzlement by a clerk of his employer's money or embezzlement of public funds by a public officer. অর্থাৎ একজন কেরানি কর্তৃক তার নিয়োগকর্তার অর্থের আত্মসাৎ অথবা একজন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি তহবিলের আত্মসাৎ।[৩]

Howard E. Williams তার বিখ্যাত বই Inbvestigating White-Collar Crime' G Embezzlement সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "Obtaining possession of property by fraud, trick, or device with intent exists where a man knowingly takes and carries away the goods of another without any claim or pretense of right, with intent wholly to deprive the owner of them or convert them to his own use." প্রতারণা, কৌশল বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করে সম্পত্তির দখল গ্রহণ তখন সংঘটিত হয়, যখন কোনো ব্যক্তি জেনে-শুনে অন্যের সম্পত্তি বৈধ অধিকার বা বৈধ দাবির অভাবে গ্রহণ করে এবং তা সরিয়ে ফেলে, উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা অথবা তা নিজের ব্যবহারের জন্য রূপান্তর করা। প্রতারণা, কৌশল বা কোনো উপায় অবলম্বন করে সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা তখনই সংঘটিত হয়, যখন কোনো ব্যক্তি জেনে-শুনে অন্যের সম্পত্তি কোনো বৈধ অধিকার বা মিথ্যা অধিকার দাবির মাধ্যমে নিয়ে যায় এবং তা সরিয়ে ফেলে, এই উদ্দেশ্যে যে

1. Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh, *The Penal Code 1860*, Section- 405.
2. Jorgensen, Paul C. "Embezzlement." *American Criminal Law Review* 24:3 (1987): 513-524.
3. "Embezzlement," *Merriam-Webster*, https://www.merriam-webster.com/dictionary/embezzlement, accessed April 11, 2026

সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত মালিককে সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে অথবা তা নিজের ব্যবহারের জন্য রূপান্তর করবে।[৪]

UNCAC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION) এ আর্থিক দুর্নীতির অন্যতম ধরন আত্মসাৎ সম্পর্কে বলা হয়েছে। UNCAC এর Article-17 তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position." কোনো সরকারি কর্মকর্তা তার পদমর্যাদার কারণে তার নিকট ন্যস্তকৃত যে কোনো সম্পত্তি, সরকারি বা বেসরকারি তহবিল বা সিকিউরিটি অথবা অন্য কোনো মূল্যবান বস্তু নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সুবিধার জন্য আত্মসাৎ, অপব্যবহার বা অন্য কোনোভাবে অপসারণ বা বিভ্রান্ত করা।[৫]

অন্যদিকে ইসলামী আইনে আত্মসাতের যে বিধিসম্মত সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

غصب শব্দটি (باب ضرب) غصبًا ধাতু থেকে এসেছে। বলা হয় غصبه অথবা اغتصبه। অর্থাৎ কারও সম্পদ জোরপূর্বক ও অন্যায়ভাবে দখল করা। যে ব্যক্তি এ কাজ করে তাকে غاصب বলা হয় এবং এর বহুবচন غُصّاب।[৬] হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, গসব (غصب) এর আভিধানিক অর্থ হল অন্যের কাছ থেকে কোন জিনিস জোরপূর্বক গ্রহণ করা।[৭] আহমদ আশ-শাশী আল-কাফ্ফাল রহ.-এর মতে,

أخذ الشيء من الْغَيْرِ على سبيل التغلب للاستعمال فيه

অন্যের কোনো বস্তু শক্তি বা প্রভাব খাটিয়ে কিংবা জোরপূর্বক নিজের করায়ত্তে নিয়ে তা ব্যবহার করা।[৮]

আল-মারগীনানী রহ.-এর মতে,

أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده

4. Howard E. Williams, *Investigating White-Collar Crime* (Charles Thomas Publisher Ltd., 1997), 19.
5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2004), Article-17.
6. Sayf al-Dīn Abū Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Shāshī al-Qaffāl, *Hilyat Al-ʿUlamāʾ Fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ* (Maktabat al-Risālah al-Hadīthah, 1988), 208.
7. Burhān al-Dīn Abū al-Hasan ʿAlī ibn Abī Bak al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Fī Sharh Bidāyat al-Mubtadī* (Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 2004), vol. 4, 296.
8. ibn Ahmad al-Shāshī al-Qaffāl, *Hilyat Al-ʿUlamāʾ Fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ*, 208.

মালিকের অনুমতি ছাড়া মূল্যসম্পন্ন ও সম্মানযোগ্য সম্পদ এমনভাবে দখল করা, যাতে মালিকের কবজা বিলুপ্ত হয়।[৯]

ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি মানুষের সম্পদ অন্যায়, জুলুম বা অবৈধভাবে গ্রহণ করাকে গসব (غصب) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

الغَصْبُ: هو الاسْتِيلَاءُ على مالِ غيرِه بِغَيْرِ حَقٍّ

ন্যায়সঙ্গত অধিকার ব্যতীত অন্যের সম্পদ নিয়ন্ত্রন, কর্তৃত্ব বা দখলে নেওয়াকে 'গসব' বলা হয়।[১০]

গানিম ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগদাদি রহ. স্বাধীন মানুষ, মৃতপশু ও মুসলিমের মদ এবং যুদ্ধাবস্থায় মুসলিমদের হাতে হারবির বা যুদ্ধবন্দির সম্পত্তি গসব (غصب) এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি। কেননা স্বাধীন মানুষ ও মৃতপ্রাণী কোন সম্পদের পর্যায়ভুক্ত নয়, তাই তা গসবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। স্বাধীন ব্যক্তিকে অপহরণ করলে তা বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু গসবের পর্যায়ভুক্ত হবে না। গানিম ইবন মুহাম্মদ আল-বাগদাদির মতে,

الْغَصْبُ شَرْعًا هُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِلَا إِذْنِ مَنْ لَهُ الْإِذْنُ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَهُ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ

কোনো মূল্যমানসম্পন্ন ও শরীয়তস্বীকৃত সম্পদ মালিকের অনুমতি ব্যতীত এমনভাবে কব্জায় নেওয়া যাতে মালিকের কর্তৃত্ব অপসারিত হয় এবং কার্যত তার (অবৈধ ব্যক্তি) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১]

শায়খাইন (الشيخان) সম্পদে মালিকানার অবৈধ স্থানান্তরকে 'গসব' বা আত্মসাৎ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। مجمع الضمانات নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (الشيخان) -এর মতামত তুলে ধরে বলা হয়েছে,

فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ اعْتَبَرَا فِي الْغَصْبِ إِزَالَةَ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ

সম্পত্তিতে বৈধ মালিকানা বা শরীয়তসম্মত দখলকে বিলুপ্ত বা অপসারণ করে আইন বহির্ভূত দখল বা অবৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাকে শাইখাইন 'গসব' বা আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য করেছেন।[১২]

ইমাম নাসাফী রহ. অন্যের সম্পদে অবৈধভাবে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে আর্থিক কেলেঙ্কারি বা আত্মসাৎ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি বলেন:

هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة

9. al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Fī Sharh Bidāyat al-Mubtadī*, vol. 4, 296.
10. Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ʿAbd Allāh ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Dār ʿĀlam al-Kutub, 1997), 360.
11. Abū Muhammad Ghānim ibn Muhammad al-Baghdādī al-Hanafī, *Majmaʿ Al-Ḍamānāt* (n.d.; Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), 117.
12. Ghānim ibn Muhammad al-Baghdādī al-Hanafī, *Majmaʿ Al-Ḍamānāt*, 117.

বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত মালিকানা বা দখলদারিত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়ে অবৈধ মালিকানা বা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা[১৩]

গসবের সংজ্ঞায়নে 'আল-মুহাররার' গ্রন্থে বলা হয়েছে:

الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرهما

অন্যের সম্পদের উপর জবরদস্তিমূলক বা অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব বা প্রভাব স্থাপন করা। চাই তা স্থাবর সম্পত্তি হোক, উম্মুল ওয়ালাদ হোক কিংবা অন্য কোনো সম্পদ হোক।[১৪]

উপর্যুক্ত ইসলামী আইনজ্ঞ মনীষীদের বক্তব্য ও সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, আর্থিক দুর্নীতি, অপরাধ বা সম্পদ আত্মসাৎ দ্বারা সাধারণত অন্যের সম্পদ বা মালের ওপর অবৈধ ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের নিয়ন্ত্রণ, নীতি বহির্ভূত কর্তৃত্ব ও অবৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা বোঝায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান প্রতারণা, ছিনতাই, জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা অবৈধ কারসাজির মাধ্যমে অর্থ, সম্পদ বা আর্থিক সুবিধা অর্জন করে অন্যের সম্পদের ক্ষতি সাধন করে। আধুনিক সমাজে প্রচলিত আর্থিক অপরাধসমূহ ইসলামী দৃষ্টিতে গসব (غصب) এর পর্যায়ভুক্ত।

অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ সংক্রান্ত কেস স্টাডি (Case Study)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে এখন অবধি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বেড়েই চলছে। আর্থিক কেলেঙ্কারির অধিকাংশরেই প্রতিকার হয়নি। প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বিচারিক প্রক্রিয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার সুস্পষ্ট ধারণা লাভের নিমিত্তে গত দশকে সংঘটিত আলোচিত ও সমালোচিত আর্থিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণাত্মক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে অর্থ-সম্পদ ভিত্তিক অপরাধ দমনে প্রচলিত আইনের স্বরূপ উদঘাটনে বড় বড় আর্থিক অপরাধের প্রতিবিধান হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বেসিক ব্যাংক

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে তৎকালীন অন্যতম ব্যাংক ছিল বেসিক ব্যাংক, যা ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সীমাহীন ও নজিরবিহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। আলোচিত

13. Abū al-Barakāt ʿAbd Allāh ibn Ahmad al-Nasafī, *Kanz Al-Daqāʾiq* (Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah and Dār al-Sirāj, 2011), 577.
14. Majd al-Dīn Abū al-Barakāt ʿAbd al-Salām ibn ʿAbd Allāh Ibn Taymiyyah al-Harrānī, *Al-Muharrar Fī al-Fiqh* (Maṭbaʿat al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1369), 360.

ব্যাংকটি বর্তমানে দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে একীভূত হওয়ার তালিকায় নিজের নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছে।

- **আর্থিক অনিয়মের চিত্র**

বেসিক ব্যাংকটি ধ্বংসের কবলে পতিত হওয়ার পূর্বে বড় বড় শিল্প গ্রুপ ও উদ্যোক্তারা উক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকটি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিক লাভ করতে সক্ষম হতো। ব্যাংকের ক্ষতিসাধন ও অনিয়মের যাত্রা সূচনা হয় মূলত তৎকালীন সংসদ সদস্য শেখ আব্দুল হাই ওরফে বাচ্চুকে ২০০৯ সালে ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে। শেখ আব্দুল হাই এর নেতৃত্বে যার ১০ কোটি টাকা ঋণের প্রয়োজন; তাকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দেওয়া হত, আর অবশিষ্ট টাকাসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হতো। পর্ষদের সভায় ঋণের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত না হলেও পরে নিজ হাতে লিখে ঋণ অনুমোদন করে দেওয়া হতো; সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পর্ষদের সদস্য থাকা সত্ত্বেও এমন সুস্পষ্ট অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনি কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন নিষ্ক্রিয়।[15] বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যানসহ এর কর্মকর্তা, বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীসহ পরস্পর যোগসাজশে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পাশাপাশি অন্যকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে ভুয়া মর্টগেজ, মর্টগেজের অতিমূল্যায়ন এবং মর্টগেজ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উক্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ২ হাজার ২৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করে।[16] বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে যেসব ব্যাংক মাত্রাতিরিক্ত ঋণ খেলাপিতে জর্জরিত তার মধ্যে বেসিক ব্যাংক অন্যতম। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বেসিক ব্যাংকের মোট ঋণ দাঁড়িয়েছে ১২,৮৬৮ কোটি টাকা যার মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮,২০৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ। বেসিক ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ৮,২০৪ কোটির মধ্যে ৪,৩৯০ কোটি টাকায় মাত্র ২৫ জন গ্রাহকের কাছে কুক্ষিগত। ২০১৩ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির লোকসান হয় ৪,২৩০ কোটি টাকা।[17] ২০০৯ সালের চেয়ারম্যান হিসেবে শেখ আব্দুল হাইকে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে বেসিক ব্যাংকে ঋণখেলাপির পরিমাণ ছিল ৫% তার চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের পর ২০১৪ সাল নাগাদ এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৮% উন্নীত হয়।[18]

15. "Sobar Chokher Samne Dubese Basic Bank," *Prothom Alo*, April 30, 2024, https://www.prothomalo.com/business/bank/uzlsrwoev6.
16. "Basic Banker Rin Kelengkari: 4 Kormokortake Atmasamarpaner Nirdesh." banglanews24, August 3, 2023, https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/1163128.details.
17. "Sobar Chokher Samne Dubese Basic Bank.", *Prothom Alo.*
18. "58 Mamlay Asami Basic Bank Kelengkarir Hota Sheikh Abdul Hai." *Prothom Alo,* June 13, 2023, https://www.prothomalo.com/business/bank/5qx7n0h5k9.

- **বিচার**

২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুই দফা শেখ আব্দুল হাই বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় ২,২৬৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার হওয়ার তথ্য অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। পরে দুদক ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার মতিঝিল, পল্টন ও গুলশান থানায় ৫৬ টি মামলা করে; অতঃপর এর সাথে আরও তিনটি মামলা করা হয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে এইসব মামলায় শেখ আব্দুল হাইয়ের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে নিবিড় তদন্তের পর ৫৮ টি মামলায় আত্মসাৎ এর সঙ্গে আব্দুল হাইয়ের সম্পৃক্ততা প্রকাশিত হয়।[19] দুদক সর্বমোট ১৪৫ জন আসামির বিরুদ্ধে ৫৯ টি অভিযোগ পত্র জমা দেয়, যার মধ্যে ৫৮ টি মামলাতেই শেখ আব্দুল হাইয়ের অভিযুক্ততা ও সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তবে তিনি এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করছেন।[20]

পি কে হালদারের আর্থিক কেলেঙ্কারি

পি কে হালদার বাংলাদেশের আর্থিক খাতে সংঘটিত নজিরবিহীন ঋণজালিয়াতি ও অর্থ পাচার কেলেঙ্কারির এক আলোচিত খলনায়ক, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে কাগুজে প্রতিষ্ঠান (Shell Company) ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নজিরবিহীন আর্থিক কেলেঙ্কারি, অর্থ আত্মসাৎ ও অর্থ পাচার করা হয়েছে। ঢাকা পোস্ট (Dhaka Post) এর প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে যে, পিকে হালদার ও তার সহযোগী কর্মীরা অবৈধভাবে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে ভুয়া কাগুজে প্রতিষ্ঠান P&L INTERNATIONAL LIMITED নামে জাল বা ভুয়া রেকর্ড তৈরি করে। এই ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে International Leasing and Financial Services Limited (ILFSL) থেকে ওই কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ৫০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়ে নেয়। এবং সেই ঋণ থেকে ৪৯,৭৮,৯৮,২৮৩ টাকা আত্মসাৎপূর্বক বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে পি কে হালদারের সিন্ডিকেটের ভুয়া কোম্পানি ও বিভিন্ন ব্যক্তির হিসেবে ওই টাকা স্থানান্তরিত ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপন ও পাচার করে।[21] পি কে হালদার প্রথমে দেশের চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাপূর্বক; নামে-বেনামে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়ে আত্মসাৎ করেন। আত্মসাৎকৃত চারটি প্রতিষ্ঠান, যেমন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এফএএস ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি)।

19. "58 Mamlay Asami Basic Bank Kelengkarir Hota Sheikh Abdul Hai." *Prothom Alo,*
20. "Sobar Chokher Samne Dubese Basic Bank." *Prothom Alo.*
21. "50 Koti Taka Atmasate P K Halder Shoho 24 Joner Biruddhe Charge Sheet." *Dhaka Post,* August 6, 2025, https://www.dhakapost.com/economy/385347.

- **বিচার**

জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের দুর্নীতি মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি প্রশান্ত কুমার হালদার বা পিকে হালদারসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিলের অনুমোদন দেয় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের তথ্য মতে, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বরে পিকে হালদারের ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করা হয়। দীর্ঘ তদন্ত শেষে এ মামলায় আদালতে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধি ১৮৬০ এর ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ধারা; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২), (৩) ধারায় এই চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়।[২২] ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে পি কে হালদারকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। এ ছাড়া মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে পি কে হালদারের ১৩ সহযোগীর প্রত্যেককে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন।[২৩]

- **জামিন**

২০২২ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বাজার হাটের একটি হোটেল থেকে ভারতের আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তকারী সংস্থা ইডি Enforcement Directorate (ED) কর্তৃক পিকে হালদার গ্রেফতার হন। ভারতের আদালত দীর্ঘ এক বছর শুনানির পর প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পিকে হালদারকে জামিনের যোগ্য মনে করে জামিন মঞ্জুর করেন। মানি লন্ডারিং মামলায় পি কে হালদার ভারতের আদালত থেকে মোট ১০ লাখ টাকার বন্ডে জামিন পেয়েছেন। তবে ভারতের আদালত প্রকৃতপক্ষে কোন দৃষ্টিতে তার জামিন মঞ্জুর করেছে, তা এখনো ধোঁয়াশাপূর্ণ।[২৪]

ক্রিসেন্ট গ্রুপ (Crescent Group Scam) কেলেঙ্কারি

ক্রিসেন্ট গ্রুপ ঢাকার জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখার কতিপয় দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তার যোগসাজশে ৬৫৭ টি ভুয়া বা জাল রপ্তানি বিলের (Export bill) প্রদর্শনের মাধ্যমে ১,২৯৭.৬৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে। একই শাখা থেকে গ্রুপটির ১,৩০৩.৬৯ কোটি টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে দুদক অভিযোগ পেশ করে। Customs Intelligence জনতা ব্যাংক ও ক্রিসেন্ট গ্রুপের ১৫ জন কর্মকর্তা, অন্যদিকে দুদক ১৭ জন কর্মকর্তার উক্ত আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সম্পৃক্ততা চিহ্নিত

22. "50 Koti Taka Atmasate P K Halder Shoho 24 Joner Biruddhe Charge Sheet." *Dhaka Post.*
23. "Money Laundering Mamlay P K Halderer 22 Bochor Karadondo." *Prothom Alo,* October 8, 2023, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qikzoz2rm2.
24. "Bharote P K Halder O Tar Dui Sohogir Jamin." *Prothom Alo*, December 20, 2024, https://www.prothomalo.com/bangladesh/mvobtgfv1i.

করেছে।[২৫] ভুয়া রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে এফডিবিপি ও প্যাকিং ক্রেডিটের জন্য ক্রিসেন্ট গ্রুপের নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা থেকে এ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে: ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্ট লিমিটেডের ৫০০ কোটি ৬৯ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯৯, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের ৬৮ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫ হাজার ১২০, লেক্সকো লিমিটেডের ৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩৫৯, রূপালী কম্পোজিট লেদার লিমিটেডের ৪৫৪ কোটি ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮৪ ও রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের ৬৪৮ কোটি ১২ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৭ টাকা।[২৬] প্রথম আলোর প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখার গ্রাহক এম এ কাদের ব্যাংকটির ওই শাখার মাধ্যমে আড়াই হাজার কোটি টাকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করেন। এর মধ্যে রপ্তানি মূল্য বাবদ বিদেশ থেকে ১ হাজার ২০৫ কোটি টাকা দেশে আনা হয়। বাকি ১ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা আনা হয়নি। রপ্তানির নামে ব্যাংকের ওই শাখা থেকে ১ হাজার ১১৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।[২৭]

- **বিচার**

জনতা ব্যাংক থেকে ক্রিসেন্ট গ্রুপ কর্তৃক ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা আত্মসাতের দায়ে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে দুদকের পক্ষ থেকে ৫টি মামলা করা হয়। এতে গ্রুপটির ৫ জন মালিক ও জনতা ব্যাংকের ১৫ জন কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়। মামলার এজাহারে আসামিরা রপ্তানি না করেও নথি জালিয়াতি করে ঋণ সুবিধার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করার কথা উল্লেখ করা হয়।[২৮] ক্রিসেন্ট গ্রুপের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণ আদায়ে বন্ধকি সম্পদ বিক্রির জন্য নিলাম ডাকে জনতা ব্যাংক। এভাবে ৩ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা আদায় করতে চায় ব্যাংকটি। নিলামকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার সাড়ে ১৬ শতাংশ প্লট, সাভার ও হাজারীবাগের জমি, যন্ত্রপাতিসহ কারখানা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য।[২৯]

25. Musnun Kabir and Md. Mosharaf Hosen, "A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh," *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)* 6, no. 2 (2024): 55, https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0602.677.
26. "Crescent Group O Janata Banker 22 Joner Biruddhe Mamla,." *jagonews24,* February 10, 2019, https://www.jagonews24.com/national/news/480554.
27. "Crescent Grouper Chairman Kaderke Jiggasabad, *Prothom Alo,* October 14, 2018.
28. "Durniti Obhijoge Crescent Grouper 22 Joner Biruddhe Dudoker Mamla," *Independent,* February 10, 2019, https://www.itvbd.com/44300.
29. " Crescent Grouper Chairman Kaderke Jiggasabad." *Prothom Alo.*

বিসমিল্লাহ গ্রুপের আর্থিক অনিয়ম

বিসমিল্লাহ গ্রুপের আর্থিক জালিয়াতি ও অনিয়মের সূচনা হল-মার্ক কেলেঙ্কারির পূর্বে হলেও হলমার্ক কেলেঙ্কারির দুর্নীতির আধিক্যকে ছাড়াতে পারেনি। মোটা অংকের আর্থিক অনিয়মে বিসমিল্লাহ গ্রুপ মিথ্যা ও ভুয়া রপ্তানি প্রদর্শন, বিদেশে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার মাধ্যমে অতি মূল্যায়ন করে বাংলাদেশ থেকে আমদানি এবং এর মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহিত করতে সরকারি দেওয়া নগদ অর্থ বা সহায়তাকে নিজের কব্জায় নিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারি সম্পন্ন করে।[30] অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বিসমিল্লাহ গ্রুপ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক মোট ১ হাজার ১৭৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা আত্মসাতের চিত্র ফুটে উঠে। বিসমিল্লাহ গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলাকৃত কাগজপত্রাদির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয়ে ও ভুয়া রপ্তানির মাধ্যমে ১০৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে।[31]

- **বিচার**

অর্থ-পাচার মামলায় বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ আরো ৮ জন অপরাধীকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। এর পাশাপাশি প্রত্যেক আসামিকে প্রায় ২৪৯ কোটি টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকা সত্ত্বেও আদালত অপরাধীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং তাদের নামে থাকা সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।[32]

হল-মার্ক কেলেঙ্কারি

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সংঘটিত সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি, ব্যাংকের পর্ষদ ও কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হল-মার্ক কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী। হল-মার্ককে প্রথম ঋণ দিয়েছিল পরিচালনা পর্ষদই। এই সুযোগ নিয়ে রূপসী বাংলা শাখা নিয়মিতভাবে হল-মার্ক গ্রুপকে জালিয়াতি করতে সব ধরনের সহায়তা দিয়েছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ কর্মকর্তা এই জালিয়াতির সুযোগ করে দেন। জালিয়াতির ঘটনা যাতে উদ্‌ঘাটিত না হয়, সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা জালিয়াতির কথা জানতে পেরে তা উদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা নিলে তাঁদের বদলি করা হয়

30. "*Bismillah, Basicer Kelengkari*." January 1, 2014. *Prothom Alo.*
31. "*Ortho Pachar Mamlay Bismillah Grouper MD Shoho 8 Joner 12 Bochor Kore Karadondo*." *Prothom Alo.* February 27, 2025, https://www.prothomalo.com/bangladesh/6aidteirze.
32. "Ortho Pachar Mamlay Bismillah Grouper MD Shoho 8 Joner 12 Bochor Kore Karadondo." *Prothom Alo.*

এক দিনের নোটিশে। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালীদের পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখা (আগে ছিল শেরাটন শাখা, সে সময় এর নাম ছিল রূপসী বাংলা শাখা) থেকে জালিয়াতি করে অর্থ আত্মসাতের পরিমাণ ৩ হাজার ৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। এর মধ্যে একা হল-মার্কই তুলে নেয় ২ হাজার ৬৬৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। একটি ব্যাংকের একটি শাখায় একটি কোম্পানির এই পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে ব্যাংকিং খাতের কেউ এখনো বলতে পারেননি।[33]

- **বিচার**

হলমার্ক গ্রুপ মানুষের আমানত, ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে গভীর সংকটে ফেলে দেয়। জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় হল-মার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীরসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ২০১২ সালে ৪ অক্টোবর রাজধানীর রমনা থানায় মামলা করে দুদক। ঋণ জালিয়াতির মামলায় হলমার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর মাহমুদসহ মোট ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১। দেশীয় আদালত হলমার্ক গ্রুপের পরিচালক সহ এই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় জন অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত করেছে। এর পাশাপাশি আদালত উল্লিখিত নয় জনের প্রত্যেককে অতিরিক্ত পাঁচ কোটি টাকা করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ৮ জনকে আদালত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়েছে।[34]

এস আলম গ্রুপের আর্থিক দুর্নীতি

সম্প্রতি বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে সবচেয়ে আলোচিত আর্থিক কেলেঙ্কারি সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এস আলম গ্রুপ কর্তৃক সম্পাদিত অফশোর ব্যাংকিং কেলেঙ্কারি। গ্রুপটি প্রভাবশালী মহলের প্রভাবকে ব্যবহার ও পুঁজি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ-আত্মসাৎপূর্বক বিদেশে বিভিন্ন মাধ্যমে পাচার করেছে। দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে অফশোর ব্যাংকিং[35] সুবিধা ব্যবহার করে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে। এসব অর্থ পরিশোধ না করায়

33. "Jobanbondite Kake Kake Dayi Korechhilen Hall-Mark-Er Tanvir." *Prothom Alo,* March 20, 2024, https://www.prothomalo.com/business/bank/j8qakjrtrs.
34. "Hall-Mark-Er Tanvirder Mrityudonder Moto Saja Howa Uchit. *Prothom Alo,* March 19, 2024, https://www.prothomalo.com/bangladesh/i6131m33dw.
35. অফশোর ব্যাংকিং মূলত এমন একটি পদ্ধতি যেখানে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে লেনদেনে গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করে। ক্রেতা বা সরবরাহকারীর নামে ঋণ খোলা হয়, পণ্য আমদানির কথা বলে টাকা তোলা হয় এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধের কথা থাকে।

ইসলামী ব্যাংক বাধ্যতামূলক ঋণ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের চাপ আরো বেড়ে গেছে।[৩৬]

- **জনতা ব্যাংক থেকে এস আলমের আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুদকের গৃহীত পদক্ষেপ:**

দুদকের মতে, জনতা ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভুয়া কাগজপত্র, ক্ষমতার অপব্যবহার ও পরস্পর যোগসাজশে ৯ হাজার ৪২৮ কোটি ৫৯ লাখ ৬৩ টাকার ঋণ আত্মসাৎ করে। দুদক জানায়, এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ভঙ্গ, অনুমোদনহীন সীমাতিরিক্ত ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড সুবিধা সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি ছাড়া ঋণ গ্রহণ, তুলনামূলক অল্প এফডিআর সংরক্ষণ, নিজস্ব গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে আমদানি করে নির্দেশনা ভঙ্গ, নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা, মর্টগেজকৃত সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন, কম সহায়ক জামানত গ্রহণসহ নানা অনিয়মের মাধ্যমে বিপুল অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও আত্মসাৎ করেছে। দুদক আরও জানায়, এ কাজে জনতা ব্যাংক পিএলসি'র সাধারণ বীমা ভবন করপোরেট শাখা, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অবৈধ সহযোগিতা ছিল বলে দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে। উক্ত অপরাধের অভিযোগে পৃথক পাঁচটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৩৭]

- **ইসলামী ব্যাংক থেকে এস আলমের আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুদকের গৃহীত পদক্ষেপ:**

২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর থেকে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমে বেপরোয়া অনিয়ম ও বিধি লঙ্ঘন শুরু হয়। দুদকের তদন্ত অনুযায়ী, এস আলম গ্রুপের তিন প্রতিষ্ঠান- এস আলম রিফাইনড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এস আলম স্টিলস লিমিটেড ও এস আলম ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের নামে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয় ৯ হাজার ২৮৩.৯৩ কোটি টাকা, যা বর্তমানে লভ্যাংশসহ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪৭৯.৬২ কোটি টাকায়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৩৮]

---

36. "S Alam-Er Offshore Banking Kelengkari." *Nayadiganta,* September 3, 2025, https://dailynayadiganta.com/printed-edition/nniRHLjFaMSK.
37. "9,429 Koti Taka Atmasat: S Alam Grouper Biruddhe Dudoker 5 Mamla." *bssnews,* December 11, 2025, https://www.bssnews.net/bangla/news/262775.
38. "S Alam-Er Biruddhe Sare 10 Hazar Koti Taka Atmasater Obhijog," *Ittefaq,* November 9, 2025.

আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

বাংলাদেশে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও শাস্তিগত দণ্ডসমূহ নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

আইনের শিরোনাম ও ধারা	অপরাধ	দণ্ড বা শাস্তি
দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৩	অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা অথবা তা তার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করা	দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড, অথবা অর্থ দণ্ড, অথবা উভয়বিধ দণ্ডই প্রযোজ্য
দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৯	সরকারী কর্মচারী পদমর্যাদা বলে অথবা ব্যাংকার, ব্যবসায়, ফ্যাক্টর, দালাল, এটর্নী বা প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসায় সূত্রে কোনভাবে কোন সম্পত্তির জিম্মাদার হয়ে বা উক্ত সম্পত্তির পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত হয়ে সে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করা	যাবজীবন কারাদণ্ড অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডও প্রযোজ্য হতে পারে।
দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪৬৮	প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জাল দলিল ব্যবহার করে জালিয়াতি। এ ক্ষেত্র ঋণ জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে ভুয়া কাগুজে প্রতিষ্ঠান প্রদর্শন কিংবা ভুয়া মর্টগেজও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।	উক্ত ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২	মানিলন্ডারিং অপরাধ বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র	অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুন মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন'
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭ নং ধারা	অসাধু উপায়ে ব্যক্তি তার নিজ নামে, বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে নেওয়া বা মালিকানা অর্জন করা এবং উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া	উক্ত অপরাধী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন; এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হবে।

দায়ী ব্যক্তিগণের দায় ও তাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক ব্যাংক রেজুল্যশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০২৬ সালে নির্বাচিত সরকার কর্তৃক প্রণীত 'ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬' দ্বারা ব্যাংক রেজুল্যশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ আইনটি রহিত হয়ে যায়। ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬ আইনের ধারা ৫৮ এর ১নং উপধারায় তফসিলি ব্যাংক ব্যর্থতায় যাদের ভূমিকা প্রমানিত, তাদের দায়বদ্ধতার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। ধারা ৫৮(১) তে বিবৃত হয়েছে, "*কোনো তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তি তাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যাংকটির ব্যর্থতায় ভূমিকা রাখলে উক্ত ব্যক্তি তফসিলি ব্যাংকের ক্ষতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।*"

দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক আত্মসাৎকৃত, প্রতারণামূলকভাবে বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে। এ বিষয়ে আইনটির ধারা ৫৮(২) এ বলা হয়েছে, "*রেজুল্যশনের অধীন বা অবসায়নাধীন*[৩৯] *তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধ বা ফেরত প্রদান করতে হবে।*"[৪০] ধারা ৫৮(৩) বিবৃত হয়েছে, কোনো ব্যক্তি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল ফেরত না দেয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংক, প্রশাসক, অবসায়ক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ বা অনুরোধ করতে পারবে।[৪১]

ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬ এর দুর্বলতা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যাংক রেজুল্যশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী ২০২৫ সালের ২ ডিসেম্বর এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, ইউনিয়ন ও গ্লোবাল ইসলামী–এই পাঁচ ব্যাংক একীভূত হয়ে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এই পাঁচ ব্যাংকের সম্মিলিত খেলাপি ঋণ প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের প্রায় ৭৯%।[৪২] অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ''ব্যাংক রেজুল্যশন অধ্যাদেশ, ২০২৫"-এ ব্যাংকের বিপর্যয়ের জন্য

39. ব্যাংক রেজুল্যশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল, সংকটাপন্ন বা দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা কোনো ব্যাংককে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পুনর্গঠন, একীভূতকরণ, বিক্রয় বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, যাতে আমানতকারীর স্বার্থ, আর্থিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

40. Bank Resolution Act, 2026. Section: 58(2)

41. Bank Resolution Act, 2026. Section: 58(3)

42. "Panch Islami Banke Bitarkito Malikder Ferar Sujog Bondho Korchhe Sarkar." *Prothom Alo,* June 3, 2026, https://www.prothomalo.com/business/bank/gh5z0ok9r3.

দায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সব অর্থ ফেরত দিলেও মালিকানায় ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না বিধান সংশোধন করে "ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬"- এ ১৮ (ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্টদের বিচারের পরিবর্তে দায়মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করছে।[৪৩] "ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬"- এ ১৮ (ক) তে বলা হয়েছে, "*ব্যাংক রেজুল্যশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর আওতায় কোনো তফসিলি ব্যাংক রেজুল্যশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তালিকাভুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের শেয়ারধারক অথবা শেয়ারধারকগণ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত ব্যক্তি উক্ত ব্যাংকের শেয়ার, সম্পদ-দায় পুন:ধারণ বা ধারণ করার জন্য রেজুল্যশন কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে পারবে।*"

অর্থাৎ কোনো ব্যাংক *রেজুল্যশ*নের আওতায় যাওয়ার আগে যারা এর শেয়ার ধারক ছিলেন, তারা চাইলে পরে আবার সেই ব্যাংকের শেয়ার, সম্পদ ও দায় নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক চাইলে অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকেও এ সুযোগ দিতে পারবে।[88]

সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক মিলে এই ব্যাংকগুলোতে ৩৫ হাজার কোটি টাকা মূলধন হিসেবে দেয়। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া ৩৫ হাজার কোটি টাকার মাত্র ৭.৫ শতাংশ, অর্থাৎ ২,৬২৫ কোটি টাকা ফেরত দেয়ার শর্তে সাবেক মালিকরা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরে পাবেন। অর্থাৎ, যারা লাখ লাখ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করেছেন, তারা মাত্র ২,৬২৫ কোটি টাকার বিনিময়ে আবারও ব্যাংকের মালিকানা পাবেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর মতে, দুর্নীতি ও লুটপাট সহায়ক ও সুরক্ষাকারী এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবে ব্যাংক খাতের লুটেরাদের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা দূরে থাক, বিশালভাবে পুরস্কৃত করা হলো, যা আত্মঘাতীমূলক।[৪৫]

আত্মসাৎকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ও আইনি কাঠামো

জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) ও Financial Action Task Force (FATF)-এর সুপারিশসমূহ এবং World Bank ও UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রণীত Stolen Asset Recovery (StAR) Handbook সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রদান করে। এসব নথিতে

43. "*Bank Resolution Ain 2026 Durniti O Lootpat Sohayok; Bank Looterader Punorbashoner Ei Uddyog Atmaghatimulok.*" TIB, April 13, 2026, https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7468.

44. "Panch Islami Banke Bitarkito Malikder Ferar Sujog Bondho Korchhe Sarkar." Prothom Alo, June 3, 2026, https://www.prothomalo.com/business/bank/gh5z0ok9r3.

45. "*Bank Resolution Ain 2026 Durniti O Lootpat Sohayok; Bank Looterader Punorbashoner Ei Uddyog Atmaghatimulok.*" TIB.

আত্মসাৎকৃত সম্পদ শনাক্তকরণ, অনুসন্ধান, জব্দ, বাজেয়াপ্তকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ প্রত্যাবর্তনের জন্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। UNODC তে "সম্পদ পুনরুদ্ধার" সংজ্ঞায়নে বলা হয়েছে, Asset recovery is the process by which the proceeds of corruption are recovered and, when they were transferred abroad, returned to the country from which they had been taken or to their rightful owners. সম্পদ পুনরুদ্ধার বলতে সেই (আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক) প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হয়, যদি সেই সম্পদ বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, তবে তা যে দেশ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল সে দেশে অথবা তার প্রকৃত অধিকারীদের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়।[৪৬] 'সম্পদ প্রত্যাবর্তন' (Return of Assets) জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন (UNCAC) এর একটি "Fundamental Principle" বা মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত। UNCAC-এর Article 51 তে বলা হয়েছে, The return of assets pursuant is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard. আত্মসাৎকৃত বা অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের প্রত্যর্পণ এই কনভেনশনের একটি মৌলিক নীতি। এই ক্ষেত্রে (সম্পদ পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ) রাষ্ট্রপক্ষসমূহ পারস্পরিকভাবে সর্বোচ্চ মাত্রার সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করবে।[৪৭] অতএব, অর্থ-আত্মসাৎ এর দায়ে অভিযুক্ত অপরাধী দেশ থেকে পালিয়ে কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধের সঠিক বিচার সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আন্তঃরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করা বিধিসম্মত কর্তব্য। দুর্নীতি লব্ধ সম্পদ পুনরুদ্ধার সম্পর্কে UNCAC-এ একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় (chapter-V) সংযোজিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হলো- measures to identify, trace, freeze, preserve, seize, confiscate, manage and return stolen assets. (আত্মসাৎকৃত সম্পদ) শনাক্তকরণ, অনুসরণ, স্থগিতকরণ, সংরক্ষণ, জব্দ, বাজেয়াপ্তকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যর্পণ।[৪৮] জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের বিশেষ অধ্যায় Asset recovery (chapter V) প্রণয়নের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রসমূহকে আর্থিক দুর্নীতির ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে রক্ষা লাভে সহায়তা প্রদান করা এবং একই সঙ্গে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের প্রতি এই বার্তা প্রদান করা যে, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য পৃথিবীর কোথাও নিরাপদ আশ্রয় থাকবে না।

46. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Asset Recovery. "Asset Recovery." Accessed June 16, 2026.
47. United Nations Convention against Corruption, 2003, section: 51.
48. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Asset Recovery. "Asset Recovery." Accessed June 16, 2026.

Asset Recovery Handbook এর আলোকে সম্পদ পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি

Asset Recovery Handbook গ্রন্থে অপরাধলব্ধ সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, অপরাধলব্ধ সম্পদের বিষয়ে তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ এবং সম্পদের অবস্থান নির্ণয় দেশীয় আইন দ্বারা সাব্যস্ত হবে। তবে সম্পদ বিদেশে পাচার হলে, MLA (Mutual Legal Assistance) এর মাধ্যমে বিদেশে অপরাধলব্ধ সম্পদের তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ এবং সম্পদের অবস্থান নির্ণয় করা হবে। এরপর একইভাবে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্ষেত্রে MLA (Mutual Legal Assistance) এর মাধ্যমে সম্পদ যাতে স্থানান্তর, ধ্বংস বা অপব্যবহার না হতে পারে সেজন্য তা সুরক্ষিত বা অবরুদ্ধ (Seizure) করা হবে। পরবর্তী ধাপে আদালতীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ ও দোষী সাব্যস্তকরণ, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, জরিমানা, ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারমূলক আদেশ গ্রহণ করা হবে। এরপর এসব আদালতীয় আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি অপরাধলব্ধ সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে থাকে, তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রদত্ত আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করা হবে। সর্বশেষ ধাপে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ যথাযথ মালিক বা রাষ্ট্রের নিকট ফেরত প্রদান করা হবে।[৪৯]

সম্পদ পুনরুদ্ধারে FATF কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশমালা[৫০]

সম্পদ পুনরুদ্ধারে FATF কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশমালায় বলা হয়, রাষ্ট্রসমূহকে এমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে–যার মাধ্যমে ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ অবৈধ সম্পদ পুনরুদ্ধারে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করতে পারেঃ

(a) identify, trace and evaluate criminal property and property of corresponding value; (অপরাধলব্ধ সম্পদ এবং তার সমমূল্যের সম্পদ শনাক্ত, অনুসরণ ও মূল্যায়ন করা)

b) suspend or withhold consent to a transaction; (কোনো লেনদেনের অনুমোদন স্থগিত রাখা)

c) take any appropriate investigative measures; (যেকোনো উপযুক্ত তদন্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;)

d) expeditiously carry out provisional measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of criminal property and property of corresponding value; (অপরাধলব্ধ সম্পদ এবং তার সমমূল্যের সম্পদের কোনো ধরনের লেনদেন,

49. Jean-Pierre Brun et al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (The World Bank, 2011), 5, https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8634-7.
50. FATF (2012-2025), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferati[50]on,* FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html, Accessed June 16, 2026.

স্থানান্তর বা নিষ্পত্তি রোধ করার জন্য দ্রুততার সাথে ফ্রিজ (freeze) ও জব্দ (seize) সহ অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;)

e) confiscate criminal property and property of corresponding value through conviction based confiscation; (বাজেয়াপ্তকরণের দণ্ডাদেশের ভিত্তিতে অপরাধলব্ধ সম্পদ এবং তার সমমূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা;)

f) confiscate criminal property through non-conviction based confiscation; (দণ্ডাদেশ ছাড়াই বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা;)

g) enforce a resulting confiscation order; and (উক্ত বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ কার্যকর করা; এবং)

h) ensure effective management of property that is frozen, seized or confiscated. (ফ্রিজ, জব্দ বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।)

অর্থ সম্পদ ভিত্তিক অপরাধে ইসলামের বিধান

ইসলামী শরীআহ জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য নানাবিধ বিধান আরোপ করে। مقاصد الشريعه বা ইসলামী বিধি-নিষেধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের সুষম বণ্টন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থিক ক্ষতি সাধনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ও বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা (حفظ المال) বিধান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে অন্যায়, অবৈধ ও জবর-দখলের মাধ্যমে অন্যের সম্পত্তি ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ; আর একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[৫১]

১০ জিলহজ্জ, 'খুতবাতু ইয়াওমিন-নাহর'-এ (কুরবানির দিনের ভাষণ) উম্মতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঐতিহাসিক ভাষণের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল মানুষের জান-মাল ও সম্মানের পবিত্রতা ঘোষণা এবং অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ বা কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ। রাসুল ﷺ বলেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

51. *Al-Qur'ān*, 4:29.

নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান–তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম (অবৈধ), যেমন পবিত্র তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই নগরী। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয়।[৫২]

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম–এই বিষয়ে ইজমা (الاجماع) সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيمِ الغَصْبِ في الجُمْلَةِ

সামগ্রিকভাবে গসব হারাম হওয়ার বিষয়ে মুসলমানগণ একমত।[৫৩]

গসব (غصب) বা অর্থ আত্মসাৎ একটি বড় ধরনের গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এমন অপরাধমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাকে এর জন্য শাস্তি ভোগ করা লাগবে। আল-কাসানী রহ. বলেন:

فَهُوَ الْإِثْمُ وَاسْتِحْقَاقُ الْمُؤَاخَذَةِ إذَا فَعَلَهُ عَنْ عِلْمٍ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَمُّدِ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْمُؤَاخَذَةِ،

(গসব বা অর্থ-আত্মসাৎ) এটি গুনাহের কাজ। জবাবদিহিতা ও শাস্তির যোগ্যতার আওতাভুক্ত হবে যদি সজ্ঞানে কোন ব্যক্তি তা সম্পাদন করে; কেননা এটি (গসব বা আত্মসাৎ) একটি অবাধ্যতা বা বিধিবহির্ভূত কাজ। আর প্রতিটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ সম্পাদন করা শাস্তি লাভের অধিকারী হওয়ার কারণ। ।[৫৪]

অপরাধী দুনিয়ার শাস্তি থেকে মুক্তি বা বাঁচতে পারলেও পরকালে কঠিন শাস্তি ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে। অন্যের অধিকার অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীর পরকালীন শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিন জোরজবরদস্তি করে দখল করেছে, কিয়ামত দিবসে তার গলায় সাত তবক হতে ঐ পরিমাণ জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেয়া হবে।[৫৫]

আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় ইসলামের বিচারিক নীতি

ইসলামের অর্থনৈতিক অধিকার বা আর্থিক সুরক্ষার বিষয়টি বিস্তৃত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। আর্থিক অধিকার সুরক্ষায় ইসলামী দর্শন অনুধাবনে 'হক' (حق) বা অধিকার

52. Muhammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī* (Dār Ibn Kathīr and Dār al-Yamāmah, 1993). Hadith no, 68.
53. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, p, 360.
54. Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāʾiʿ Al-Ṣanāʾiʿ Fī Tartīb al-Sharāʾiʿ* (Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd, 1327), 148.
55. Abū al-Husāyn Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī Muslīm, *Sahīh Muslīm* (Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī., 1955). Hadith no, 2610.

বিষয়ে ইসলামী ধারণা লাভ করা অতীব জরুরি। অধিকার ধারণাটি আরবি (حق) শব্দের সমার্থক। হক (حق) শব্দটি শরীআহসম্মত 'নির্দিষ্ট অংশ বা প্রাপ্য' অর্থকেও বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শায়েখ আলী আল-খাফিফ রহ. বলেন:

هو مصلحة مستحقة شرعاً

"শরীয়া দ্বারা স্বীকৃত ন্যায্য ও কল্যাণমূলক অধিকার।"[৫৬]

সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন অধিকার লঙ্ঘন বা আক্রমণ শিকার হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো অধিকার রক্ষার বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার মনোভাব তৈরি, দেওয়ানী দায়বদ্ধতা ও আদালতে মামলা করার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের বৈধতা প্রদান। শরীয়তের সামগ্রিক সুরক্ষামূলক নীতির বিষয়ে আয-যুহাইলি রহ. বলেন:

وأما حقوق الناس الخاصة (العباد) فحمايتها بوازع الدين الذي يوجب على كل فرد احترام حق غيره في ماله أو عرضه أو دمه، وبالمرافعة إلى القضاء لمطالبة من وجبت عليه

মানুষের বিশেষ অধিকারসমূহ সুরক্ষিত হওয়ার (প্রধানতম) মাধ্যম হচ্ছে দ্বীন বা ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, যা প্রত্যেককে অন্যের সম্পদ, সম্মান ও জীবন সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদর্শনে বাধ্য করে। এর পাশাপাশি যাদের ওপর এসব অধিকার আদায় করা বাধ্যতামূলক, আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে তা (অপহৃত অধিকার) লাভ করা যায়।[৫৭]

অন্যায়ভাবে অধিকার হরণের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাওয়া ও নিজের অপহৃত অর্থ সম্পদ উদ্ধার করে ফিরে পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার, যেখানে ইসলামী শরীয়তের বিচারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার হক আদায় করতে পারে। যে কোনো অধিকার উদ্ধারে দেওয়ানি মামলা একটি প্রচলিত আইনগত উপায় হলেও শরীআহ এ পদ্ধতিতেকে সমর্থন করে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় চুরির বিধান

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার বিধান করা একান্ত অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইসলাম চুরির শাস্তি বিধান দিয়েছে। "চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ত করাকে বোঝানো হয়। শরীয়াতের পরিভাষায় কোন মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে 'চুরি' বলে।"[৫৮] চোরের উপর চুরির হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত

56. Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr, n.d.), 4:2839.
57. al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 4:2761.
58. Ahmad Alī, *Islāmer Sāsti Āyen* (Bangladesh Islamic Centre, 2009), 51–52.

পূরণ হওয়া লাগবে। শর্ত পূরণ না হলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। শর্তগুলো হলো- যেমন চোরকে জ্ঞানবান হতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, চুরিকৃত সম্পদ নেসাব পরিমাণ মূল্যমানের হতে হবে এবং সম্পদ বা বস্তুটি সংরক্ষিত জায়গা থেকে চুরি হতে হবে।[৫৯] চুরির শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পুরুষ কিংবা মহিলা চুরি করলে তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, এ হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী এবং মহাজ্ঞানী।[৬০]

ইসলামী শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) সমূহের মধ্যে চুরির দায়ে হাত কর্তনের বিধান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। আলেমরা একমত যে, চুরির ক্ষেত্রে সম্পদ মালিকের অগোচরে বা লুকিয়ে নেওয়া শর্ত। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে অপরাধীকে হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। সুরক্ষিত স্থান থেকে বা গোপনে নিসাব (نصاب) পরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত করা হলে তার শাস্তি হিসেবে হাতকর্তনের বিধানের ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবন ইবরাহিম ইবন আল-মুনযির রহ. বলেন:

وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز

ফকীহগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মত যে, কোনো ব্যক্তি যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে এমন সম্পদ চুরি করে, যার ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হাত কর্তনের শাস্তি প্রযোজ্য হয়, তবে তার ওপর হাত কর্তনের দণ্ড কার্যকর করা আবশ্যক।[৬১]

যেহেতু বিশ্বাস ভঙ্গ, ছিনতাই, ঋণ প্রতারনার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং আমানতের খেয়ানতের মধ্যে চুরির শর্ত অনুপস্থিত, সেহেতু এসব অপরাধের ক্ষেত্রে চুরির হদ্দ তথা হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য নয়।[৬২] রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিস থেকে বিষয়টি প্রমাণিত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا ".وَقَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

লুটতরাজকারী (যে প্রকাশ্যে ছিনিয়ে নেয়) তার হাত কাটা নেই। আর যে লোক প্রকাশ্যে লুটতরাজ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং তিনি (রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) বলেছেন: 'খিয়ানতকারীর উপর হাত কর্তনের শাস্তি নেই।[৬৩]

59. Abdul ʿAzīz Amer, *Islāmi Dandābidhī* (Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 2012), 19.
60. *Al-Qurʾān* 5:38.
61. Abū Bakr Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, *Al-Ijmā* (Dār al-Āthār lil-Nashr wa al-Tawzīʿ, 2004), 117.
62. Md Siddikullah, Existing Regulations and Principles of Shariah in Preventing Financial Corruption in the Banking Sector of Bangladesh: A Comparative Review," *Islami Ain O Bichar* 21, no. 84 (2026): 103, https://doi.org/10.58666/iab.v21i84.316. P, 103.
63. ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal.* (Mu'assasat al-Risālah, 2001). Hadith no, 15070.

ইবনে কুদামা রহ. অপরাধীর অপরাধের মধ্যে চুরির শর্তের অনুপস্থিত থাকলে তার ওপর হাত কাটার বিধান প্রয়োগের পক্ষপাতি নন। তিনি বলেন:

فإنْ اخْتَطَفَ أو اخْتلَسَ، لم يكُنْ سارِقًا، ولا قَطْعَ عليه

> কেউ যদি সম্পদ ছিনিয়ে নেয় বা আত্মসাৎ (অফিস, আমানত,দায়িত্বে থাকা সম্পদ বেআইনিভাবে কুক্ষিগত) করে, তাহলে তাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে "চোর" বলা যাবে না, এবং তার উপর হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য নয়।[৬৪]

অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ ধোকা, প্রতারণা, ছিনতাই বা ধার নিয়ে তা পরিশোধে অস্বীকৃতির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎকারীর উপর হাত কর্তনের বিধান প্রয়োগে অসম্মত হলেও তার ওপর তা'যীরী শাস্তি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। তবে আত্মসাৎকৃত কিংবা চুরিকৃত সমুদয় সম্পদ প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সকল ফকিহগণ একমত হয়েছেন। ইজমা (الاجماع) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق

> ইজমা হয়েছে যে, চোরের হাত কাটার পর চুরি করা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।[৬৫]

চুরি বা আত্মসাতের দায়ে বিচারক কর্তৃক হাত কর্তন বা যে কোন তা'যীরী শাস্তি দেওয়া হোক না কেন, অপরাধীর দায়বদ্ধতার মৌলিক দাবি চুরি বা আত্মসাৎকৃত বস্তু বা তার আর্থিক মূল্য প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া; শুধু কারাদণ্ড বা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবির মাধ্যমে অপরাধী ব্যক্তির দায়মুক্তির সুযোগ নেই।

ইসলামে অপরাধলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের দৃষ্টান্ত

ইসলামে সম্পদ পুনরুদ্ধার বা বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত উমর রা. কর্তৃক হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর কতিপয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। হযরত আবু হুরায়রা রা. যখন বাহরাইনের গভর্নর পদ থেকে ফিরে আসেন, তখন হযরত উমর রা. তার ঘোড়াভর্তি সম্পদ দেখেন। আবু হুরায়রা রা. রাষ্ট্রীয় কোন সম্পদ তসরুপ করেছেন কিনা এ বিষয়ে উমর রা.-এর সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে উমর রা. কিছু সংখ্যক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বাইতুল মালের কোষাগারে জমা করে দেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রা রা. নিজেই বলেছেন,

قَالَ لِي عُمَرُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْإِسْلَامِ خُنْتَ مَالَ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَسْتُ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَا عَدُوَّ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، وَلَمْ أَخُنْ مَالَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهَا أَثْمَانُ إِبِلِي، وَسِهَامٌ اجْتَمَعَتْ. قَالَ: فَأَعَادَهَا عَلَيَّ وَأَعَدْتُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ، قَالَ: فَغَرَّمَنِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا،

> উমর রা. আমাকে বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু ও ইসলামের শত্রু! তুমি আল্লাহর সম্পদের খিয়ানত করেছ।" আমি বললাম, "আমি আল্লাহর শত্রু নই, ইসলামেরও শত্রু নই; বরং যে আল্লাহ ও ইসলামের শত্রুতা করে, আমি তার শত্রু। আর আমি আল্লাহর সম্পদের কোনো খিয়ানত করিনি। এগুলো আমার উট বিক্রির মূল্য এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আমার বৈধ অংশ, যা একত্রিত হয়েছে।" উমর রা. পুনরায় একই অভিযোগ করলেন এবং আমিও একই উত্তর দিলাম। অতঃপর তিনি আমার ওপর বারো হাজার দিরহাম ধার্য করলেন।[৬৬]

64. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, 6:416.
65. ibn al-Mundhir al-Naysābūrī, *Al-Ijmā*, 622.

ইসলামে খলিফা, গভর্নর, কাজী বা শাসক কেউই জবাবদিহীতার উর্ধ্বে নয়। এজন্যে খলিফাগণ তাদের অধীনে পরিচালিত গভর্নর ও প্রশাসককে সার্বক্ষণিক জবাবদিহিতার অধীনে থাকতে বাধ্য করতেন। তাদের দ্বারা কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা তাদের মর্যাদা ও সক্ষমতার সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ কোন কর্ম সম্পাদিত হলে তার যথাযথ জবাবদিহিতা বা কৈফিয়ৎ প্রদানে গভর্নররা তাদের উর্ধ্বতন প্রশাসক বা খলিফার নিকট বাধ্য থাকতেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত ওমর রা. কর্তৃক আবু হুরায়রা রা.-এর সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং তা বায়তুল মালের কোষাগারে জমাদান।

অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে ইসলামের মূলনীতি

যেসব স্থাবর বা অস্থাবর সহায়-সম্পত্তি চুরি, আত্মসাৎ, অপহৃত, লুণ্ঠিত, ডাকাতি বা ছিনতাই ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা উদ্ধারে ইসলামের সামগ্রিক নীতি হলো প্রথমত অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি থেকে সমপরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে ভুক্তভোগীর কাছে হস্তান্তর; দ্বিতীয়ত উপযুক্ত সম্পত্তি উদ্ধারে ব্যর্থ হলে অপরাধীর মালিকানাধীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর দায় পরিশোধ করা; তৃতীয়ত যদি অপরাধী ব্যক্তির দায় পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পদ না থাকে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে অপরাধী ব্যক্তির পক্ষ হয়ে দায় পরিশোধ করা। ইসলামী শরীআহর এমন ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক মূলনীতির মাধ্যমে ভুক্তভোগীর অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং এর পাশাপাশি সম্পত্তির নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুবিচার, ক্রমান্বয়ে আর্থিক অপরাধ প্রশমন এবং অপহৃত সম্পত্তি ভোগ করতে না পারায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। নিম্নে এতদসংক্রান্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

- **অপরাধীর কাছ থেকে সরাসরি অর্থ উদ্ধার**

অভিযোগাধীন ব্যক্তির প্রথম ও প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে চুরিকৃত বা অবৈধভাবে কুক্ষিগত সম্পদ বা অর্থ যথাযথ মালিকের কাছে নিঃশর্তভাবে হস্তান্তর করা, কেননা আত্মসাৎকৃত সম্পদ প্রকৃত মালিকের হক বা অধিকারভুক্ত, যা মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে অধিকার সংরক্ষিত হয়। দায়ী ব্যক্তি তার উপর

66. Abū ʿAbd Allāh Muhammad ibn ʿAbd Allāh Al-Hākim al-Naysābūrī. *Al-Mustadrak ʿalā al-Ṣahīhayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990. Hadith No: 3327

অর্পিত দায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

> যে হাত কিছু গ্রহণ করে, যতক্ষণ না তা ফিরিয়ে দেয় তার ওপর সেই গ্রহণকৃত বিষয়ের দায়বদ্ধতা লেগে থাকে। [৬৭]

حق العباد তথা বান্দার অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ

> তোমাদের কেউ যেন তার সাথীর কোন জিনিস (অবৈধভাবে) না নেয়- তা সত্যিকারের (চুরি বা আত্মসাতের) উদ্দেশ্য হোক বা হাস্যচ্ছলে হোক। আর তোমাদের কেউ যদি তার সাথীর লাঠি পায়, তবে সে যেন সেটি তাকে ফেরত দেয়।[৬৮]

লুট, অপহরণ, আত্মসাৎ ও চুরিরকৃত অন্যের সম্পদের দায়মুক্তির জন্য বাধ্যবাধকতা হলো সম্পদ যেমন অবস্থায় মালিকের হাত থেকে অবৈধ উপায়ে নেওয়া হয়েছে, তেমন অবস্থায় পুনরায় মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

> কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যতটুকু কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে ।[৬৯]

দায়মুক্তির এই কার্যপন্থা সম্পর্কে ইমাম আল-সারাখসি রহ. বলেন:

وَأَتَمُّ وُجُوهِهِ رَدُّ الْعَيْنِ إِلَيْهِ فَفِيهِ إِعَادَةُ الْعَيْنِ إِلَى يَدِهِ كَمَا كَانَ فَهُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ لَا يُصَارُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ،

> সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হলো বস্তুটিকেই মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। কারণ এতে বস্তুটি আগের মতোই মালিকের হাতে ফিরে যায়। সুতরাং এটিই মূল ও মুলগত আবশ্যক বিধান। এটির পরিবর্তে অন্য কোনো পদ্ধতিতে যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি (বস্তুটিকেই মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া) করা অসম্ভব না হয়[৭০]

- **ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূল্য গ্রহণের শর্তাবলি**

গসব বা আত্মসাৎকৃত বস্তু যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে সেখানে ফেরত দেওয়া সর্বসম্মতভাবে অপরাধীর জন্য প্রধানতম কর্তব্য। অপরাধীর কাছে অবৈধভাবে দখলকৃত বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মালিককে তার পরিবর্তে মূল্য গ্রহণে

67. ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Hadith No. 20086*
68. ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Hadith No. 17940*
69. al-Qur'ān, 2:194
70. Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Maṭbaʿat al-Saʿādah, n.d.), 11:49–50.

বাধ্যকরণ বা প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে অধিক মূল্য গ্রহণে চাপ প্রয়োগ বৈধ নয়। الفقه الميسر গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে যে,

يجب على الغاصب رد المغصوب لمالكه في المحل الذي غصبه فيه إن قدر عليه، ولا يجبر على قبول عوضه ولو بذل الغاصب أكثر من قيمته

> যদি সামর্থ্য থাকে তবে, যে স্থান থেকে (বস্তু) আত্মসাৎ করা হয়েছে সে স্থানে আত্মসাৎকৃত বস্তুটি মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া আত্মসাৎকারীর জন্য বাধ্যতামূলক। (বস্তুর মালিককে) আত্মসাৎকৃত বস্তু এর পরিবর্তে অর্থমূল্য গ্রহণে বাধ্য করা যাবেনা, যদিও গসবকারী আত্মসাৎকৃত বস্তুর মূল্যের চেয়েও অধিক মূল্য দিতে চায়।[৭১]

ইবনে কুদামা রহ. প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার পরিবর্তে অন্য ক্ষতিপূরণ বা বিকল্প হিসেবে মূল্য প্রদান করা বৈধ মনে করেননি। তিনি বলেন:

فمَن غَصَبَ شيئا لَزِمَهُ رَدُّه، ما كان بَاقِيًا، بغيرِ خِلَافٍ نَعْلَمُه

> যে ব্যক্তি কোন বস্তু আত্মসাৎ বা অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে, তার জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে বস্তুটি ফিরিয়ে দেওয়ার। এই বিষয়ে কোন মতভেদ আমাদের জানা নেই।[৭২]

অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মসাৎকৃত সম্পদ ধ্বংস বা নষ্ট হওয়ার দাবি করলে তার দাবির সত্যতা যাচাই-বাছাই করার জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে বিচারক বা আদালত আটক করে সত্যতা উদঘাটনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অধিকার রাখেন। বিচারকের কাছে অপহৃত সম্পদ নষ্ট হওয়ার দাবিটি সত্য প্রমাণিত হলে, তিনি অপরাধী থেকে বিকল্প মূল্য আদায় করার রায় দিবেন। ইমাম নাসাফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'كنز الدقائق' গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله

> যদি সে (অপরাধী আত্মসাৎকৃত বস্তুটি) নষ্ট হয়ে যাওয়া দাবি করে, বিচারক তাকে বন্দি করে রাখবেন; যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হন যে, বস্তুটি (বিদ্যমান) থাকলে নিশ্চয়ই সে (অপরাধী ব্যক্তি বস্তুটি) প্রকাশ করত। অতঃপর বিচারক তার (আত্মসাৎকৃত বস্তু) বিকল্প মূল্য আদায় করতে রায় দিবেন।[৭৩]

আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি সরাসরি ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক। এর আর্থিক মূল্য বা এর পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু দ্বারা দায় পরিশোধ করা বৈধ হবে না, যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু বা সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার মতো অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং প্রকৃত মালিককে বিকল্প মূল্য গ্রহণে বাধ্য করা যাবেনা।

71. Abd Allāh ibn Muhammad al-Tayyār et al., *Al-Fiqh al-Muyassar* (Madār al-Waṭan lil-Nashr, 2011), 6:196.
72. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, 6:361.
73. al-Nasafī, *Kanz Al-Daqāʾiq*, 577.

- **গসবকৃত সম্পদ বিক্রয়, ভাড়া ও হিবাকরণের ক্ষেত্রে বিধান**

আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া কিংবা অন্যকে দান করা অথবা অন্য কোন লেনদেনে ব্যবহার করা সহীহ নয়। হাম্বলী মাযহাবের মতে আত্মসাৎকারীর (غاصب) লেনদেনের বৈধতা সম্পদের প্রকৃত মালিকের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত মালিক লেনদেন অনুমোদন করলে তা বৈধ হবে অন্যথায় লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। الفقه الميسر গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে যে,

> أن تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي تتوقف على إجازة المالك؛ فإن أجازها صحت، وإن ردها بطلت.
>
> আত্মসাৎকারীর লেনদেন অননুমোদিত ব্যক্তির (ফুযূলীর) লেনদেনের মতো, যা মালিকের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। মালিক অনুমোদন করলে তা বৈধ হবে, আর প্রত্যাখ্যান করলে বাতিল হবে।[৭৪]

- **আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি ব্যবসায় বিনিয়োগ**

আত্মসাৎকৃত সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করার ফলে যে লাভ হয়, তা প্রকৃত মালিক ও আত্মসাৎকারী বিনিয়োগকারী উভয়ের মধ্যে অর্ধেক (نصف) করে বন্টিত হবে। হযরত ওমর রা. এই ফয়সালা দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সাহাবীরাও এই রায়কে গ্রহণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই মতের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ফতুয়া দিয়েছেন:

> المال المغصوب إذا اتَّجر به الغاصب ونمَّاه فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال
>
> যদি আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করে এবং লাভ হয়, তবে অর্জিত লাভ আত্মসাৎকারী ও প্রকৃত মালিকের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করে দেওয়া ন্যায় সঙ্গত।[৭৫]

আর্থিক দায় নিষ্পত্তিতে সম্পদের দায়বদ্ধতা

এমন ব্যক্তি যিনি সম্পদ কেলেঙ্কারির অভিযোগে দোষী প্রমাণিত, তার থেকে নির্দিষ্ট সম্পদ উদ্ধারে সমপরিমাণ সম্পদ আদায় করা হবে। তবে আর্থিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অপরাধীর জমি, গয়না, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র কিংবা ব্যবসায়িক সম্পদ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় করে প্রকৃত মালিকের পাওনা আদায় করা বাধ্যতামূলক যদি অপরাধীর আত্মসাৎকৃত বা অপহৃত সম্পদ অথবা শর্তসাপেক্ষে তার ক্ষতিপূরণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ পায়। নিম্নে এ সংক্রান্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হল।

---

74. al-Tayyār et al., *Al-Fiqh al-Muyassar*, 6:196.
75. al-Tayyār et al., *Al-Fiqh al-Muyassar*, 6:196–97.

- **আর্থিক নিষেধাজ্ঞা (الحجر) আরোপ**

স্বাধীনভাবে লেনদেন বা আর্থিক কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদ ও তার প্রকৃত মালিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার বিধান নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে الفقه على المذاهب الأربعة গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

> ويحجر على المدين في تصرفاته المالية حتى لا تضيع على الناس حقوقهم وأموالهم التي استدانها منهم
>
> ঋণগ্রহীতার আর্থিক লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যাতে মানুষের সেই অধিকার ও সম্পদ বিনষ্ট না হয় যা সে তাদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছে।[৭৬]

অপরাধী, ঋণগ্রহীতা কিংবা ঋণদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির উপর الحجر আরোপ করা হলে লেনদেন সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় তার ওপর নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যেমন হাজরকৃত সম্পত্তি দান করা, ওয়াকফ করা, উপহার দেয়া বা অন্যের জন্য সম্পদের জামিন হওয়া। কেননা হাজর আরোপের ফলে দায়ী ব্যক্তির সম্পত্তি প্রকৃত হকদার বা ঋণদাতার অধিকারে পরিণত হয়ে যায়।

- **আত্মসাৎকৃত সম্পত্তি উদ্ধারে অপরাধীকে বাধ্যকরণ ও বন্দিকরণ**

ঋণগ্রহীতা, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণকারীর উপর বিচারক বা ভুক্তভোগী কর্তৃক উদ্দিষ্ট সম্পদ যথাযথ মালিকের নিকট হস্তান্তর করার নিমিত্তে কঠোরতা ও বাধ্যবাধকতার নীতি গ্রহণ করা বৈধ। বিচারকের অন্যতম কর্তব্য দায়ী ব্যক্তিকে তার উপর আরোপিত দায় নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে বাধ্য করা; যদি সে ঋণ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়, তবে বিচারক অপরাধীকে বন্দী বা অন্যান্য তা'যীরীমূলক শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখেন। ইবনুল মুনযির রহ. বলেন:

> أَكْثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه من عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ وقُضَاتِهِم، يَرَوْنَ الحَبْسَ فى الدَّيْنِ،
>
> যেসব শহরসমূহের বিচারক ও আলেমদের মতামত আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে, তাদের অধিকাংশই ঋণের ক্ষেত্রে কারাবন্দি করা বা কারাবাসের বিধানকে সমর্থন করেছেন।[৭৭]

- **সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে দায় নিষ্পত্তিকরণ**

অর্থ-সম্পদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে ইসলামের ধারাবাহিক বিধানগত পদক্ষেপ সমূহের অন্যতম হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা ভুক্তভোগীর অধিকার, প্রাপ্য বা তার দায় আদায় করে দেওয়া। অপরাধী স্বেচ্ছায় তার ওপর আরোপিত ঋণ বা দায় আদায় না করতে চাইলে উক্ত বিধান তার ওপর

---

76. Abd al-Rahmān ibn Muhammad ʿAwaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah* (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003) 2:333.
77. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, vol. 6, 586.

বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঋণদাতা ও সম্পদের প্রকৃত মালিকের অধিকার ফেরত দেওয়া হবে। হানাফী আইনবিদরা হাজরকৃত সম্পদ বিক্রয় করে তা দ্বারা পাওনাদারদের হক বা পাওনা পরিশোধের পক্ষপাতী। الفقه على المذاهب الأربعة গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে হানাফি ফকিহদের নিম্নোক্ত মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে,

> وللقاضي أن يبيع مال المحجور عليه بالدين لسداد الدائنين إذا امتنع من بيعه ويقسم بينهم بحسب حصة كل واحد في الدين
>
> বিচারক ঋণের কারণে আর্থিক লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত ব্যক্তির সম্পদ তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাওনাদারদের দায় নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করবেন এবং ঋণদাতাদের প্রত্যেকের ঋণের অংশ অনুপাতে (বিক্রয়কৃত মূল্য) তাদের মাঝে বন্টন করবেন।[৭৮]

দেউলিয়া বা مفلس ব্যক্তির ওপর বিচারক হাজর (الحجر) আরোপ করে তার লেনদেন অকার্যকর করে দিবেন এবং তার হাজরকৃত সম্পদ বিক্রি করে ঋণের অনুপাতে ঋণদাতাদের মধ্যে বণ্টন করে দিবেন। এ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ ব্যক্তির অনুমুতি নেওয়ার প্রয়োজন নাই। এটি হাম্বলী ফকিহদের মতামত। এ বিষয়ে الفقه على المذاهب الأربعة গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

> ولا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع، ولكن يستحب أن يكون حاضراً كما يستحب أن يكون الدائنون حاضرين
>
> দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তার অনুমতি নেওয়া বিচারকের জন্য আবশ্যক নয়। তবে (দায়ী ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয়ের সময়) ঋণদাতাদের উপস্থিতির ন্যায় দেউলিয়া ব্যক্তিরও উপস্থিত থাকা কাম্য।[৭৯]

সম্পদ উদ্ধারে বিক্রয়যোগ্য সম্পদের অনুপস্থিতি

অর্থসম্পদ ভিত্তিক অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির বিক্রয় যোগ্য সম্পদ না থাকলে, তার থেকে সুবিধাভোগীদের মাধ্যমে দায় নিষ্পত্তিকরণ এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে দায় পরিশোধের দায়িত্বগ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বান্দার হক ফেরত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নিম্নে এ সংক্রান্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হল:

- **অপরাধীর সুবিধাভোগী থেকে দায় পরিশোধ**

আর্থিক দায়বদ্ধ ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে কিংবা বিচারক বা আদালতকর্তৃক দায়ীর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রকৃত হকদারের নিকট প্রাপ্য বা অধিকার আদায় করে দেওয়া ইসলামী শরীআহর দাবি। অভিযুক্ত ব্যক্তির আর্থিক অক্ষমতা বা বিক্রয়যোগ্য উপযুক্ত সম্পদ তার মালিকানাধীন না থাকা প্রমাণিত হলে, ঋণদাতা বা সম্পদের প্রকৃত অধিকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ বা আর্থিক ক্ষতিরোধে অপরাধীর মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উপর্যুক্ত ঋণ বা দায় আদায়ে বাধ্য করা বৈধ হবে। এই নীতির মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত মালিকের বা ঋণদাতার অধিকার সংরক্ষণ এবং বিচারের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রতি ন্যায়বিচার করা এবং একপাক্ষিক ক্ষতিরোধ করা সম্ভব হবে। একে অপরের প্রতি ক্ষতির মনোভাব দূর করার নির্দেশ দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন বৈধ নয়; এবং পাল্টা ক্ষতিসাধনেরও অনুমতি নেই।[৮০]

সম্পদের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ইসলামের পারস্পরিক ক্ষতিরোধকমূলক নীতি প্রয়োগে চুরি, ছিনতাই, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ এবং ঋণ জালিয়াতি বা আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি যে কোন উপায়ে আর্থিক অপরাধ সংগঠিত হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

- **মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দায় পরিশোধ**

মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় সম্পাদিত আর্থিক লেনদেন চাই তা বৈধ উপায়ে হোক, যেমন ঋণগ্রহণ, আমানত গ্রহণ, সম্পদের ইজারা গ্রহণ বা অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়; কিংবা অবৈধ মাধ্যমে হোক, যেমন জোরপূর্বক সম্পদ দখল, চুরিকৃত সম্পদ, আত্মসাৎ বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অন্যের সম্পদ ইত্যাদির ফলে মৃতের উপর যে দায়বদ্ধতা বা বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়, তা থেকে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার বা মুক্ত করার দায়িত্ব মৃতের উত্তরাধিকারের উপর জরুরি হয়ে যায়। আল্লামা নাসাফি রহ. মৃত ব্যক্তির প্রতি বাধ্যতামূলক হক বা অধিকারসমূহ সম্পর্কে বলেন:

يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته ثمّ تقسم بين ورثته

> মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে প্রথমত তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করা হবে, এরপর তার ঋণ আদায় করা হবে। এরপর তার কৃত অসীয়ত পূর্ণ করা হবে। এরপর তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করা হবে।[৮১]

ঋণ রেখে যাওয়া ব্যক্তির ঋণের সমপরিমাণ সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে, অসিয়ত পূর্ণ করার পূর্বে তার সম্পত্তি থেকে ঋণপরিশোধ করতে হবে। ঋণদাতা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঋণ মওকুফ না করলে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে কেউ তার ঋণপরিশোধ না করলে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। এক্ষেত্রে অসিয়ত পূরণ ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের পূর্বে মৃতের ঋণপরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।[৮২] *জামি‘ আল-ফুসুলাইন* গ্রন্থে উল্লেখ কর হয়েছে–

---

78. al-Jazīrī, *Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah* 2: 333.
79. al-Jazīrī, *Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah* 2: 336.

80. Muhammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2 (Dār Ihyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.). Hadith No, 2340.
81. al-Nasafī, *Kanz Al-Daqāʾiq*, 696.
82. Md. Siddikullah, “Existing Regulations and Principles of Shariah in Preventing Financial Corruption in the Banking Sector of Bangladesh: A Comparative Review.” 109.

وَلَوْ اسْتَغْرَقَهَا دَيْنٌ لَا يَمْلِكُهَا بِإِرْثٍ إلَّا إذَا أَبْرَأَ الْمَيِّتَ غَرِيمُهُ أَوْ أَدَّاهُ وَارِثُهُ بِشَرْطِ التَّبَرُّعِ وَقْتَ الْأَدَاءِ

যদি মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ঋণে নিমজ্জিত থাকে, তবে উত্তরাধিকারীরা ঐ সম্পত্তির মালিক হবে না, যদি না ঋণদাতা মৃত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেয়, অথবা উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছায় ঋণ আদায় করে দেয়।[৮৩]

অপরাধী আত্মসাৎকৃত বস্তু নিজের ব্যবহারকার্যে সুবিধামতো পরিবর্তন ঘটিয়ে তা মালিকের নিকট ফিরিয়ে না দিয়ে বা তা থেকে দায়মুক্ত না হয়ে আত্মসাৎকারী মৃত্যুবরণ করলে, বস্তুর প্রকৃত মালিক তা লাভ করার ক্ষেত্রে মৃতের অন্য পাওনাদারদের তুলনায় প্রাধান্য পাবে। ইমাম আয-যুহাইলি রহ. এ সম্পর্কে বলেন:

إذا أحدث الغاصب في العين المغصوبة ما يقطع حق المالك في استردادها- ثم مات الغاصب، أو حجر عليه، وكان له غرماء، فإن المالك يجعل أحق بالعين المغصوبة من سائر الغرماء حتى يأخذ حقه منها

যদি আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত বস্তুর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে মালিক তা উদ্ধারের অধিকার হারিয়ে ফেলে (অর্থাৎ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়), অতঃপর আত্মসাৎকারী মৃত্যুবরণ করে অথবা তার উপর লেনদেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় অথচ তার অন্যান্য পাওনাদার থাকে, তবে অন্যান্য পাওনাদারদের তুলনায় (আত্মসাৎকৃত বস্তুর) মালিককে আত্মসাৎকৃত বস্তুর ব্যাপারে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা হবে, যাতে সে আত্মসাৎকৃত বস্তু থেকে নিজের অধিকার গ্রহণ করতে পারে।[৮৪]

- **ওসিয়ত ও উত্তরাধিকার বন্টনের পূর্বে দায়শোধ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত**

মৃত ব্যক্তির সাথে জড়িত ও অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার দেনা, ঋণ বা মানুষের সাথে লেনদেনজনিত অন্য যেকোনো দায়বদ্ধতার মুক্তি দান। ওসিয়ত (وصية) বাস্তবায়নের পূর্বে আর্থিক ও অন্যান্য দায়বদ্ধতা আদায় করা অপরিহার্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর।[৮৫]

উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-মাওয়ার্দি রহ. বলেন:

83. Muhammad Amīn ibn ʿUmar Ibn ʿĀbidīn, *Radd Al-Muhtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharh Tanwīr al-Abṣār* (Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī & Sons, 1386), 5:416.
84. Muhammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arbaʿah* (Dār al-Fikr, 2006), 1:204.
85. *Al-Qurʾān*. 4:12

لأن الدين حق على الميت ، والوصية حق له ، وهما مقدمان على حق ورثته ، ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً

কারণ ঋণ হলো মৃত ব্যক্তির উপর অপরিহার্য অধিকার (অন্যের হক), আর ওসিয়ত হলো তার নিজের অধিকার; আর এই দুটোই তার উত্তরাধিকারীদের অধিকারের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কারণ মৃত ব্যক্তির উপর যে অধিকার (অন্যের পাওনা) আছে, তা তার নিজের অধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। এরপর ঋণকে ওসিয়তের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যদিও কুরআনের তিলাওয়াতে তা পরে এসেছে।[৮৬]

ইমাম কুদরি রহ. ওসিয়ত (وصية) কে ঋণ বা অন্যান্য দায় পরিশোধের পর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন:

ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين

যে ব্যক্তি অসিয়ত করে অথচ তার উপর সমুদয় সম্পত্তি গ্রাস করার মত ঋণ থাকে, (তবে) ঋণদাতারা ঋণ মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত ওসিয়ত বৈধ হবে না।[৮৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হল যে, আত্মসাৎকৃত সম্পদ উদ্ধারে ইসলামের মূলনীতি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর। সম্পদ আর প্রকৃত মালিকের নিকট হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া ইসলামের প্রথম ও প্রধানতম মূলনীতি। প্রকৃত সম্পদের মালিকদের নিকট তার প্রাপ্য বা অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাধ্যকরণ, সম্পদ বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওনা আদায় এবং উত্তরাধিকারী বা অপরাধীর থেকে উপকার গ্রহণকারীদেরকে তার পক্ষ থেকে দায় পরিশোধে বাধ্যকরণের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়া মানুষের অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা ও মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষায় বাস্তবসম্মত বিধান রেখেছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরব ও মিশর কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:[৮৮]

86. Abū al-Hasan ʿAlī ibn Muhammad al-Māwardī, *Al-Nukat Wa al-ʿUyūn (Tafsīr al-Māwardī)* (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.), 1:459.
87. Abū al-Husayn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jaʿfar al-Qudūrī al-Hanafī al-Baghdādī, *Mukhtaṣar Al-Qudūrī Fī al-Fiqh al-Hanafī* (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997), 242.
88. Faishal Agil Al Munawar, “Criminal Sanctions for Corruption in Islamic and Positive Legal Systems: A Comparative Study of Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt,” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 4, no. 01 (2026): 11, 14, 16 https://doi.org/10.59653/jplls.v4i01.2167.

বিষয়	ইন্দোনেশিয়া	সৌদি আরব	মিশর
আইন ব্যবস্থা	আধুনিক প্রণীত সিভিল ল' ভিত্তিক	শরী'আহভিত্তিক; রাজকীয় ফরমানের সমন্বয়	সিভিল ল' ভিত্তিক; ফরাসি আইনের প্রভাব + ইসলামী নীতিমালা
বিধানগত ভিত্তি	Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law No. 20 of 2001	কুরআন, সুন্নাহ, তা'যীর, রাজকীয় ফরমান	দণ্ডবিধি, দুর্নীতিবিরোধী ও ঘুষবিরোধী আইন
দুর্নীতির স্বরূপ বা প্রকৃতি	সামাজিক আস্থা, শাসনব্যবস্থা ও মানুষের অর্থ-সম্পদ ইত্যাদিতে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এমন অপরাধ	শরী'আহ অনুযায়ী জনস্বার্থবিরোধী অপরাধ	ঘুষ, আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ সম্পদ অর্জন
শাস্তির দৃষ্টিভঙ্গি	দমনমূলক ও প্রতিরোধমূলক; আইনি নিশ্চিততা	বিচারকনির্ভর, নমনীয়, জনস্বার্থভিত্তিক	আইনানুগ, কোডিফায়েড, প্রশাসনিক
প্রধান শাস্তি	কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড	কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, তা'যীর শাস্তি	কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড
অতিরিক্ত শাস্তি	সম্পদ বাজেয়াপ্ত, ক্ষতিপূরণ, রাজনৈতিক অধিকার রহিত, প্রতিষ্ঠান বন্ধ	সম্পদ জব্দ, পদচ্যুতি, সরকারি পদে নিষেধাজ্ঞা	সম্পদ বাজেয়াপ্ত, পদচ্যুতি, নিষেধাজ্ঞা, কালো তালিকা, পেনশন বাতিল
সর্বোচ্চ শাস্তি	যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড	চরম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড (তা'যীর)	দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড ও উচ্চ অর্থদণ্ড
মাকাসিদুশ-শরী'আহ-এর সাথে সামঞ্জস্য	আংশিক (hifẓ al-māl)	অত্যন্ত উচ্চ	আংশিক (hifẓ al-māl, সামাজিক ক্ষতি প্রতিরোধ)

প্রাপ্ত ফলাফল

দখলের উপযোগী মূল্যমান ও শরীয়তসম্মত সম্পদ অন্যায়ভাবে অন্যের মালিকানা থেকে নিজের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব বা দখলদারিত্বে আনয়ন করা শরীয়তে দৃষ্টিতে غصب বা আত্মসাৎ হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ সম্পদ অন্যায় বা অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ, কুক্ষিগত বা ভক্ষণ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। দুনিয়া ও পার্থিব উভয় জগতেই আর্থিক ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে ভয়াবহ সতর্কবাণী, দৃষ্টান্তমূলক ও

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। আর্থিক কেলেঙ্কারি অপরাধে জড়িত ব্যক্তির দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভের প্রথম ও প্রধানতম উপায় হল অবৈধভাবে কুক্ষিগত সম্পদ বা অর্থ প্রকৃত মালিকের নিকট নিঃশর্তভাবে প্রত্যার্পন করা। অপরাধীর নিকট আত্মসাৎকৃত বস্তু নষ্ট বা ফেরত দেওয়ার মতো অবস্থায় না থাকলে তার আর্থিক মূল্য ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে, প্রকৃত মালিকের সম্পদ উদ্ধারের জন্য বিচারক কারাদণ্ড বা চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। বিচারকের নির্দেশ বা আদালতের রায় আত্মসৎকারীর পালন করা বাধ্যতামূলক। আদালতের নির্দেশ বা বিচারকের আদেশ অগ্রাহ্য বা অমান্য করা হলে, প্রকৃত মালিক বা আমানত দাতার অধিকার সংরক্ষণ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিচারক আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির আর্থিক লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি তার মালিকানাধীন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর দায় পরিশোধ করবেন। বিক্রয় করার মত উপযুক্ত সম্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির মালিকানায় না থাকলে বা অপরাধী তার উপর অর্পিত দায় পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে, এক পাক্ষিক ক্ষতিরোধে, অপরাধী থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ বা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থেকে হকদারের প্রাপ্য বা পাওনা আদায় করা হবে। ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির উপযুক্ত শাস্তি যথাযথ এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা। আইন প্রয়োগে অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী যে যতটুকু শাস্তির অধিকারী তাকে ততটুকু শাস্তি প্রয়োগ করা। দুর্নীতি প্রতিরোধে ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরব ও মিশর কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়া ও মিশর উভয়ই সিভিল ল' ভিত্তিক কোডিফায়েড আইনের উপর নির্ভরশীল হলেও সৌদি আরব শরী'আহভিত্তিক এবং বিচারকনির্ভর নমনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে। শাস্তির ক্ষেত্রে তিন দেশেই কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড সাধারণ হলেও সৌদি আরবে তা'যীরভিত্তিক শাস্তির বৈচিত্র্য বেশি এবং ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরবে চরম ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে, যেখানে মিশরে তুলনামূলকভাবে অর্থদণ্ড ও দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেয়া হয়। অতিরিক্ত শাস্তির ক্ষেত্রে তিন দেশেই সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তবে রাজনৈতিক অধিকার রহিতকরণ ও প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান ইন্দোনেশিয়ায় বেশি স্পষ্ট। অপরদিকে বাংলাদেশে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় আইন যেমন, দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৩, ৪০৯ ও ৪৬৮, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ ও ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬ ইত্যাদি। প্রতিটি আইনে অপরাধের ভিন্নতা ও তারতম্য অনুযায়ী কারাদণ্ড, সশ্রম কারাদণ্ড, বিনাশ্রম কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ইত্যাদি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের প্রণীত ব্যাংক রেজুল্যশন আইন- এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন হলে, তার ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ফেরত দেওয়ার বিধান বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি উক্ত দায়ী ব্যক্তি তা

ফেরত দেওয়া থেকে বিরত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রচলিত আইন ও গত শতকগুলোতে আর্থিক খাতসমূহে সংঘটিত হওয়া আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কর্মনীতি ও বিচার প্রক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে, আর্থিক অপরাধীর কৃত অপরাধের শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড নির্ধারিত। সরকারের সদিচ্ছার অভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, দুর্নীতির প্রাবল্য ও আইন বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শন অপরাধী ব্যক্তিকে আইনি দায়বদ্ধতা ও শাস্তি থেকে বাঁচার পথ তৈরি করে দেয়। যার ফলে জনগণের জমানো আমানত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ উদ্ধারে প্রচলিত আইন ও সরকারের সফলতা দৃশ্যমান নয়। প্রচলিত আইনে অপহৃত, চুরি ও আত্মসাৎকৃত সম্পদ উদ্ধারের প্রচেষ্টার তুলনায় অপরাধীকে শারীরিক শাস্তিস্বরূপ জেল বা কারাদণ্ড দেওয়া প্রাধান্য লাভ করে। কখনো কখনো স্বল্প পরিমাণে অর্থদণ্ড দেওয়া হয় যা, আত্মসাৎকৃত সম্পদের তুলনায় অতি নগণ্য। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অপহৃত বা অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত সম্পদ উদ্ধারে ইসলামী শরীয়ার দায় পরিশোধের ধারাবাহিক নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট, যথাযথ ও প্রকৃত মালিকের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় অত্যন্ত কার্যকরী। অর্থ সম্পদ উদ্ধারে শরীয়ার এমন স্পষ্ট নির্দেশনা প্রচলিত আইনের ব্যর্থতা ও অকার্যকরিতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি আদর্শ মডেল। প্রচলিত আইনে আর্থিক শাস্তি হিসেবে স্বীকৃত কারাদণ্ডকে ইসলাম অপরাধীর প্রধান শাস্তি হিসেবে বিবেচনা না করে আত্মসাতের অর্থ বা সম্পদ উদ্ধারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাধ্যকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। প্রচলিত আইনের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ অপরাধী অপরাধকৃত বস্তু সরাসরি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে, বাস্তবায়ন করা বৈধ না; তবে বস্তুটির ক্ষতিসাধন বা এর উপযোগ নষ্ট হওয়া সাপেক্ষে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থদণ্ড প্রদান করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। ইসলামী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিকতার মানদণ্ডকে শক্তিশালীকরণ, জবাবদিহিতার মনোভাব তৈরি, দুর্নীতি প্রশমন, অর্থ উদ্ধার ও প্রকৃত মালিকের অধিকার রক্ষা করা; পক্ষান্তরে প্রচলিত আইনে উল্লেখিত উদ্দেশ্য অর্জন থেকে অপরাধীকে শাস্তিদানের প্রাধান্য অধিকতর পরিলক্ষিত।

সুপারিশমালা

- **ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬ এর বিতর্কিত ধারা সংশোধন:** ব্যাংক রেজুল্যশন আইন, ২০২৬ এর ১৮ (ক) ধারা বর্ণিত একীভূত হওয়া দুর্বল ব্যাংকের পুরোনো দুর্নীতিবাজ ও অর্থ-আত্মসাৎকারী শেয়ারধারীদের পুনরায় ব্যাংকের মালিকানায় ফেরার সুযোগের বিধান রহিত করা।
- **আত্মসাৎকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে MLA (Mutual Legal Assistance) কে জোরদার করা:** বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশসমূহের দ্বিপাক্ষিক, কূটনৈতিক, Mutual legal assistance (MLA) তথা পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে আরো জোরদার করে আত্মসাৎ ও পাচারকৃত অর্থ-সম্পদ শনাক্তকরণ, ফ্রিজকরণ, জব্দকরণ ও বাজেয়াপ্ত করণের মাধ্যমে তা দেশে ফেরত বা ভুক্তভোগীর নিকট প্রত্যর্পণ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- **অপরাধীকে চাকরিচ্যুতকরণ:** অপরাধী ব্যক্তি অপরাধ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকরি বা অন্য কোন বাণিজ্যিক চুক্তিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে স্বীয় পদ থেকে অপসারণ বা চুক্তি বাতিল করা।
- **রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ জমাদান:** সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ এর ক্ষেত্রে সমুদয় আত্মসাৎকৃত সম্পদ অভিযুক্ত ব্যক্তি থেকে উদ্ধার করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা।
- **অর্থ সম্পদ উদ্ধারে কৌশল:** অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মসাৎকৃত সমুদয় সম্পত্তি পরিশোধ করতে না পারলে তার মালিকানাধীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা দ্বারা দায় বা ঋণ পরিশোধ করা। দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত না হয়ে অপরাধী ব্যক্তি মারা গেলে, তার উত্তরাধিকারী বা যে বা যারা তার থেকে বা তার সম্পদ দ্বারা সুবিধা পেত তাদের থেকে দায় পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- **শাস্তি বাস্তবায়নে তড়িৎগতি:** অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন কাম্য নয়।
- **তথ্য উন্মুক্তকরণ:** দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য প্রবাহ জনসমক্ষে প্রকাশ ও উন্মুক্ত করা অর্থাৎ উন্মুক্ত তথ্য (Open Data) নীতি গ্রহণ করা। সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য জনগণের জন্য সহজে উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ই-গভর্নেন্সের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বিশেষত অনলাইনভিত্তিক পোর্টাল সেবার মাধ্যমে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে সবার কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া। এর মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি গণপ্রতিরোধ তৈরি হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে অর্থসম্পদের নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধে প্রণীত বিধিবিধানের প্রয়োগ, এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির বিচারিক কার্যক্রমের সফলতা ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি, ইসলামে অবৈধ উপার্জিত বা আত্মসাৎকৃত সম্পদের উদ্ধার সংক্রান্ত মূলনীতিসমূহ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থিক কেলেঙ্কারির প্রেক্ষাপটে এই বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এসব ঘটনায় দেখা যায় যে, প্রচলিত আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে দৃশ্যমান হলেও ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ ও সম্পদ উদ্ধারের বিষয়টি অনেকাংশে উপেক্ষিত থেকে যায়। বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত আইনে আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে মূলত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়–যেখানে অপরাধীকে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড প্রদান করা হলেও, ভুক্তভোগী প্রকৃত মালিকের সম্পদ উদ্ধার প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও অকার্যকর থেকে গেছে। ফলে, শাস্তি কার্যকর হলেও ন্যায়বিচারের পূর্ণতা অর্জিত হয় না। অপরদিকে,

ইসলামী আইনে দায় আদায় ও সম্পদ উদ্ধারকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখানে অপরাধীর উপর আরোপিত আর্থিক দায় পরিশোধকে মুখ্য বিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনে বিচারক অপরাধীর সম্পত্তি বিক্রয় বা সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের নিকট থেকে আদায়ের মাধ্যমে ভুক্তভোগীর অধিকার নিশ্চিত করতে পারেন। অতএব, প্রচলিত আইনের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও অকার্যকারিতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইসলামী আইনের ধারাবাহিক অর্থ উদ্ধারমূলক নীতিমালা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্রহণ ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি অধিক ন্যায়ভিত্তিক ও ফলপ্রসূ আর্থিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

Bibliography

Al-Qurʾān

Ahmad al-Shāshī al-Qaffāl, Sayf al-Dīn Abū Bakr Muhammad ibn. *Hilyat Al-ʿUlamāʾ Fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ*. Vol. 5. Maktabat al-Risālah al-Hadīthah, 1988.

Al Munawar, Faishal Agil. “Criminal Sanctions for Corruption in Islamic and Positive Legal Systems: A Comparative Study of Indonesia, Saudi Arabia, and Egypt.” *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 4, no. 01 (2026): 1–24. https://doi.org/10.59653/jplls.v4i01.2167.

Alī, Ahmad. *Islāmer Sāsti Āẏen*. Bangladesh Islamic Centre, 2009.

Amer, Abdul ʿAzīz. *Islāmi Dandābidhī*. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 2012.

Baghdādī, Abū al-Husayn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Jaʿfar al-Qudūrī al-Hanafī al-. *Mukhtaṣar Al-Qudūrī Fī al-Fiqh al-Hanafī*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.

"Basic Banker Rin Kelengkari: 4 Kormokortake Atmasamarpaner Nirdesh." *banglanews24,* August 3, 2023. https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/1163128.details.

"9,429 Koti Taka Atmasat: S Alam Grouper Biruddhe Dudoker 5 Mamla. bssnews, December 11, 2025. https://www.bssnews.net/bangla/news/262775.

Bukhārī, Muhammad ibn Ismāʿīl al-. *Ṣahīh Al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr and Dār al-Yamāmah, 1993.

Dhaka Post. *50 Koti Taka Atmasate P K Halder Shoho 24 Joner Biruddhe Charge Sheet*. August 6, 2025. https://www.dhakapost.com/economy/385347.

E. Williams, Howard. *Investigating White-Collar Crime*. CHARLES THOMAS. PUBLISHER, LTD, 1997.

Ghānim ibn Muhammad al-Baghdādī al-Hanafī, Abū Muhammad. *Majmaʿ Al-Ḍamānāt*. N.d. Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.

Hanafī, Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī al-. *Badāʾiʿ Al-Ṣanāʾiʿ Fī Tartīb al-Sharāʾiʿ*. 7th ed. Vol. 7. Alāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd, 1327.

Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad ibn. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal.* Mu’assasat al-Risālah, 2001.

Ibn Mājah, Muhammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Vol. 2. Dār Ihyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ʿAbd Allāh ibn Ahmad ibn Muhammad. *Al-Mughnī*. Vol. 6. Dār ʿĀlam al-Kutub, 1997.

Ibn Taymiyyah al-Harrānī, Majd al-Dīn Abū al-Barakāt ʿAbd al-Salām ibn ʿAbd Allāh. *Al-Muharrar Fī al-Fiqh*. Vol. 1. Maṭbaʿat al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1369.

Ibn ʿĀbidīn, Muhammad Amīn ibn ʿUmar. *Radd Al-Muhtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharh Tanwīr al-Abṣār*. Vol. 5. Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī & Sons, 1386.

Independent. *Durniti Obhijoge Crescent Grouper 22 Joner Biruddhe Dudoker Mamla*. February 10, 2019. https://www.itvbd.com/44300.

Ittefaq. *S Alam-Er Biruddhe Sare 10 Hazar Koti Taka Atmasater Obhijog*. November 9, 2025.

"Crescent Group O Janata Banker 22 Joner Biruddhe Mamla." *jagonews24,* February 10, 2019. https://www.jagonews24.com/national/news/480554.

Jazīrī, Abd al-Rahmān ibn Muhammad ʿAwaḍ al-. *Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.

Kabir, Musnun, and Md. Mosharaf Hosen. “A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh.” *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)* 6, no. 2 (2024): 50. https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0602.677.

Marghīnānī, Burhān al-Dīn Abū al-Hasan ʿAlī ibn Abī Bak al-. *Al-Hidāyah Fī Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Vol. 4. Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 2004.

Māwardī, Abū al-Hasan ʿAlī ibn Muhammad al-. *Al-Nukat Wa al-ʿUyūn (Tafsīr al-Māwardī)*. Vol. 1. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.

Maʿbarī, Zayn al-Dīn Ahmad ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-. *Fath Al-Muʿīn Bi Sharh Qurrat al-ʿAyn Bi Muhimmāt al-Dīn*. Dār Ibn Hazm, n.d.

Md. Siddikullah. "Existing Regulations and Principles of Shariah in Preventing Financial Corruption in the Banking Sector of Bangladesh : A Comparative Review." *Islami Ain O Bichar* 21, no. 84 (2026): 89–118. https://doi.org/10.58666/iab.v21i84.316.

Muslīm, Abū al-Husāyn Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī. *Ṣahīh Muslīm*. Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī., 1955.

Nasafī, Abū al-Barakāt ʿAbd Allāh ibn Ahmad al-. *Kanz Al-Daqāʾiq*. Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyyah and Dār al-Sirāj, 2011.

Nayadiganta. *S Alam-Er Offshore Banking Kelengkari*. September 3, 2025. https://dailynayadiganta.com/printed-edition/nniRHLjFaMSK.

Naysābūrī, Abū Bakr Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundhir al-. *Al-Ijmā*. Dār al-Āthār lil-Nashr wa al-Tawzīʿ, 2004.

"58 Mamlay Asami Basic Bank Kelengkarir Hota Sheikh Abdul Hai." *Prothom Alo*, June 13, 2023. https://www.prothomalo.com/business/bank/5qx7n0h5k9.

"Bharote P K Halder O Tar Dui Sohogir Jamin." *Prothom Alo,* December 20, 2024. https://www.prothomalo.com/bangladesh/mvobtgfv1i.

"Bismillah, Basicer Kelengkari." *Prothom Alo,* January 1, 2014. https://www.prothomalo.com/business/বিসমিল্লাহ, বেসিকের কেলেঙ্কারি

"Crescent Grouper Chairman Kaderke Jiggasabad." *Prothom Alo,* October 14, 2018.

"Hall-Mark-Er Tanvirder Mrityudonder Moto Saja Howa Uchit." *Prothom Alo*, March 19, 2024. https://www.prothomalo.com/bangladesh/i6131m33dw.

"Jobanbondite Kake Kake Dayi Korechhilen Hall-Mark-Er Tanvir." *Prothom Alo,* March 20, 2024. https://www.prothomalo.com/business/bank/j8qakjrtrs.

"Money Laundering Mamlay P K Halderer 22 Bochor Karadondo." *Prothom Alo,* October 8, 2023. https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qikzoz2rm2.

"Ortho Pachar Mamlay Bismillah Grouper MD Shoho 8 Joner 12 Bochor Kore Karadondo." *Prothom Alo*, February 27, 2025. https://www.prothomalo.com/bangladesh/6aidteirze.

"Panch Islami Banke Bitarkito Malikder Ferar Sujog Bondho Korchhe Sarkar." *Prothom Alo,* June 3, 2026. https://www.prothomalo.com/business/bank/gh5z0ok9r3.

"*Sobar Chokher Samne Dubese Basic Bank*. April 30, 2024." *Prothom Alo,* https://www.prothomalo.com/business/bank/uzlsrwoev6.

Sarakhsī, Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl al-. *Al-Mabsūṭ*. Vol. 11. Maṭbaʿat al-Saʿādah, n.d.

Tayyār, Abd Allāh ibn Muhammad al-, Abd Allāh ibn Muhammad al-Muṭlaq, and Muhammad ibn Ibrāhīm al-Mūsā. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Vol. 6. Madār al-Waṭan lil-Nashr, 2011.

TIB. *Bank Resolution Ain 2026 Durniti O Lootpat Sohayok; Bank Looterader Punorbashoner Ei Uddyog Atmaghatimulok*. April 13, 2026. https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/press-release/7468.

Zuhaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Vol. 4. Dār al-Fikr, n.d.

Zuhaylī, Muhammad Muṣṭafā al-. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Vol. 1. Dār al-Fikr, 2006.